বাহিরে দেখি, সাগর, নদী, পর্ব্বত, মনুষ্যের গঠন, পশুপক্ষী বৃক্ষ; অন্তরে মনের ভাবই কত রকম। ঈশ্বরের জগৎ সুন্দর বস্তুতে কেমন পরিপূর্ণ! এরকম কেন—না আত্মা যতক্ষণ পরম সুন্দরকে না পায় ততক্ষণ কি করিবে—তখন কি বিষাদ সাগরে নিমগ্ন থাকিবে—সংসারে একটা না একটা ভাব পাইবে যাহাতে প্রীতি রাখিয়া ভাল থাকিবে। সংসারে যদি কিছুই সৌন্দর্য্য না থাকিত তবে মন কেমন করিয়া ভাল থাকিত। কিন্তু ঈশ্বর সংসারে সৌন্দর্য্য একেবারে ছাইয়া রাখিয়াছেন, আপনারি সৌন্দর্য্য সহস্র প্রকারে পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়াছেন। এক চক্ষুতেই অজস্র প্রকার সৌন্দর্য্য দর্শন করি, কর্ণে কত প্রকার রাগ রাগিণীযুক্ত গান কত প্রকার পক্ষীর স্বর শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে আত্মা লীন হয়; আবার রসনা কত প্রকার বিবিধ রস আস্বাদন করে, নাসিকা কত উৎকৃষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করে। ঈশ্বর সুন্দর বস্তু নানা প্রকারে বিকীর্ণ করিয়াছেন, এই সকল সুন্দর বস্তুর দ্বারা সেই সুন্দরের সুন্দরকে দেখিতে পাই, আত্মা এখানে অপূর্ণকে দেখিয়া পূর্ণকে প্রীতি করিতে শিখে। এইটুকু হইল সোপান সেই পূর্ণকে প্রীতি করিবার জন্য। ইহাতেই যদি পূর্ণ প্রীতি করিতে চাও তবেই ঠকিতে হইবে। এখানকার সৌন্দর্য্য সব পরিমিত। উষাকাল অল্পকাল স্থায়ী, বলিতেবলিতে চলিয়া গেল; ময়ূরের বেশ পাখা রহিয়াছে আর এক সময়ে দেখ কিছুই নাই আবার পড়িয়া গেল; সৌন্দর্য্য সব বদলাইয়া যাইতেছে; এক স্থানে সৌন্দর্য্য বদলাইয়া যাইতেছে আর এক যায়গায় আর এক সৌন্দর্য্য পাইলাম। পূর্ব্বে যেটা ভাল বাসিতেছিলাম সেটা আর এক রকম হইয়া গেল; তাহাতেই সংসারে সম্পূর্ণ প্রীতি স্থাপন করিতে পারি না। সংসার বদলাইয়া যাইতেছেই এই দেখিয়া ঈশ্বরকে ধরিতে পারি। যখন জানিতে পারিলাম যে প্রীতি পরিমিত রূপে সংসারে যাইতেছে তখন পূর্ণ প্রীতি সেই অপরিমিতে দিতে পারি। এই জন্য এখানকার সৌন্দর্য্যের দ্বারা আমাদের শিক্ষা হইতেছে—আমাদের সুন্দর বস্তুতে প্রীতি যাইতেছে। এখানকার বস্তু যদি সম্পূর্ণভাবে সুন্দর থাকিত যদি তাহাতে কেবল মনের তৃপ্তি না হইয়া আত্মার তৃপ্তি হইত তবে ভাল হইত না; ঈশ্বর যদি এমনও করিতেন যে এখানে যে সুন্দর আছে তাহাতেই আত্মা তৃপ্ত থাকে তাহা হইলে ইহাপেক্ষা সুন্দর পদার্থের আমরা অনুসন্ধানে যাইতাম না।

কিন্তু তাহা না হইয়া ভালটাতে ভাললাগে দোষটাতে বিরক্ত হইয়া তাহাপেক্ষা ভাল বস্তু দেখিতে প্রবৃত্ত হই যে পর্য্যন্ত না সুন্দরতম বস্তু লাভ করি। এই বাড়ি ভাল দেখিতে কিন্তু এই কি সুন্দর? আবার ইহার অপেক্ষাও সুন্দর করিয়া ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপ যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরে না যাই ততদিন তৃপ্তি হয় না। যখন সেই পরম সুন্দরকে দেখিতে পায় তখনি আত্মার অখণ্ড প্রীতি তাঁহাতে পড়ে, আত্মার তৃপ্তি হয়। সেখানে গিয়া আর মনে করিতে পারিনা যে ইহাপেক্ষা সুন্দর আছে। সংসারের ক্ষণ স্থায়ী সৌন্দর্য্যদ্বারা শিক্ষালাভ করিয়া স্থায়ী সুন্দর পদার্থে যাইতে চাই। এখানকার সৌন্দর্য্যসোপানদ্বারা ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে যাবার জন্য ইচ্ছাটী থাকে। এখানে যে সমুদয় সুন্দর বস্তু তাহাতে প্রীতি স্থাপন করিবার কারণ যে তাহা হইতেও অধিক সুন্দর পদার্থ অন্বেষণ করিব। এখানে পূর্ণ সুন্দর নাই—কেমন করিয়া পূর্ণ প্রীতি যাইবে। এখানে যেমন পরিমিত খণ্ড খণ্ড সুন্দর বস্তু তেমনি সেই গুলিতে আমাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা খণ্ড প্রীতি যায়। যদি তাহাতেই তৃপ্তি হইত তাহা হইলে পূর্ণ সুন্দর ঈশ্বরে যাইতে পারিতাম না এবং তাহাতে ভাল হইত না। যে ইহা না বুঝিয়া সংসারে সম্পূর্ণ প্রীতি স্থাপন করিতে যায় সে ঠকিয়া যায়, বিরক্ত হইয়া পড়ে। যদি পূর্ণ প্রীতি শিক্ষা করিবার জন্য জানিয়া শুনিয়া সংসারকে প্রীতি করি তাহাতে দোষ নাই; জান্‌ছি সংসার পূর্ণ প্রীতির আধার নয়— যতটুকু আনন্দ হ'ল ততটুকু। ইহা ভাল, ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু যদি পূর্ণ সুন্দর অপেক্ষা প্রীতি করি অথবা সংসারেই যদি সম্পূর্ণ প্রীতি স্থাপন করি তবে আর বিহিত প্রীতি হয় না তবেই দুঃখ হয়, তখনি মোহ।

প্রীতি ও অনুরাগের আর এক কেন্দ্র হইতেছে স্বার্থভাব। স্বার্থপরতা আপনার প্রতি দৃষ্টি। যে আপনাকে ভালবাসে সেই স্বার্থপর; অন্যকে যে ভালবাসে সে স্বার্থপর নহে। ইতিহাসেও আছে যে অন্যের জন্য প্রাণ দিতেও অনেকে আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। এ সংসারে স্বার্থপরতাতে প্রীতিতে মিশাইয়া থাকে। আপনারও ভাল চাই, অন্যকেও ভাল করা চাই। যত পরিমাণে অন্যকে ছাড়িয়া আপনাকে ভালবাসি ততপরিমাণে স্বার্থপর হই; যতটুকু স্বার্থপরতা কম থাকে তত পরিমাণ অন্যকে ভালবাসি। কিন্তু এমন

কেহ নাই যে কেবলই স্বার্থপর বা কেবলই উদার, সকলেরই প্রীতির সঙ্গে স্বার্থপরতা মিশ্রিত আছে। স্বার্থপরতা নাই, একথা কেবল এক ঈশ্বরে প্রয়োগ করা যায়। আপনার জন্য কিছুই নাই কেবল এক ঈশ্বরের। পৃথিবীতে প্রীতিও আছে স্বার্থপরতাও আছে। পৃথিবীতে আপনার ভালটা থাকেই; এখানে প্রীতির ভাব সংকীর্ণ, পরিমিত সাধুভাব; এমন প্রীতি করিতে পারি না যে তাহাতে স্বার্থবিনাশ হয়। আমাদের ততটুকু প্রীতি যতটুকু স্বার্থপরতা তাহাকে সীমাবদ্ধ না করে। যে ব্যক্তি আপনাকেই ভালবাসে সে স্বার্থপরের একশেষ; বাস্তবিক এমন লোক নাই যে আপনাকেই ভালবেসে থাকিতে পারে; সম্পূর্ণ স্বার্থপর ব্যক্তি পাওয়া যায় না। তেমনি আরেক একশেষ ইহাও পাওয়া যায় না যে আপনাকে কিছুই না ভালবাসে কেবলই অন্যকে ভালবাসে। আমরা কেবল স্বার্থপরতার বা উদারতার কম বা বেশী দেখিয়া একজনকে স্বার্থপর বা উদার বলি। কেহ কেহ এমনি আপনাকে ভালবাসে যে আপনার দোষ দেখিতে পায় না। আপনার ক্ষুদ্র ভাব কোথায় আর ভূমার মঙ্গল ভাব কোথায়। আপনাকে কোথায় ভূমার মঙ্গল ভাবে নিবিষ্ট করিবে না সেখানে একেবারে প্রীতি করিতেই পারিলে না, আর আপনার যে গ্লানিপূর্ণ আত্মা তাহাকেই প্রীতি করিতে লাগিলে। লোকে এই প্রকার আপনার জিনিষকেই ভাল দেখে অন্যের জিনিষ ভাল হইলেও তেমন দেখে না। মানুষ আপনার উপর পক্ষপাতী, আপনার যদি কিছুই সৌন্দর্য্য না থাকে তবুও আপনাকে প্রীতি করে; অন্যের যদি অপ্রতিম সৌন্দর্য্য থাকে তাহাতেও প্রীতি দেয় না।

ঈশ্বর এই যে আপনার প্রতি প্রীতি করিতে দিয়াছেন, ইহা আপনার উপর প্রীতি করিয়া তৃপ্তির জন্য দেন নাই। তিনি ভালবাসিতে দিয়াছেন এই জন্য যে আপনাকে উন্নত করিব। আপনাকে যথার্থ ভাল বাসিলে আপনাকে উন্নত করিতে চায়; ইহাতে আত্মপ্রীতি উপকারে আসিবে। এই উপকার ছেড়ে দিয়ে যেমন আছি তেমনি থেকে আপনাকে আপনি ভালবাসিলে ক্রমিকই খারাপ হইয়া যেতে হয়—অধোগতি প্রাপ্ত হই। আপনাকে আপনি ভালবাসিলে আপনার যথার্থ ভাল করি। তাহা না করিয়া যেমন আছি তেমনি থাকিয়া আপনাকে ভালবাসিতে লাগিলাম তাহাতে উপকার হয় না, সে তো ভালবাসা হয় না। যে আপনার হয় তাহার ভাল করিতে ইচ্ছা হয়। কাহার না মনে হয় যে আপ-

নার জিনিষটা ভাল হউক ? আপনার কে না ভাল করিতে ইচ্ছা করে। ঈশ্বর কেন আপনার প্রতি প্রেম দিয়াছেন ? না আপনার দোষ বাহির করিয়া আপনাকে শুদ্ধ করিব—গুণটা আরো অলঙ্কৃত করিব। লোকেরা যথার্থ যাহাতে ভাল হয় বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার চেষ্টা করে। ঈশ্বর আমাদিগকে আত্মপ্রীতি দিয়াছেন যাহাতে আপনার উন্নতি করিতে পারি। ঈশ্বর যাহা কিছু বৃত্তি দিয়াছেন সকলেতেই উপকার আছে যদি আপনারা তাহাকে খারাপদিকে না নিয়োগ করি। তাহার পরিবর্ত্তে আপনি যে এমন কলঙ্কিত আপনাতেই সকল প্রীতি স্থাপন করি। যাঁহতে সকল পেয়েছি, যিনি ভূমা অপ্রতিম সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মনেও আনিনা ; আপনার মান যশের জন্য ব্যস্ত হই, ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করি না ; কাযেকাযেই সংসারে তৃপ্তি হয় না।

এখানকার যত সুন্দর ভাব আছে তাহাতে প্রীতি করিয়া সুন্দরের সুন্দরকে প্রীতি করিতে চেষ্টা কর ; আপনাকে প্রীতি করিয়া উন্নতি করিবার চেষ্টা কর। বাহিরে প্রীতি ঈশ্বরপ্রীতির সোপান ; প্রকৃতির শোভা থেকে "প্রকৃতেঃ পরো যো" প্রকৃতি কর্ত্তার শোভায় মন নিমগ্ন হইয়া যায়। আবার আত্মপ্রীতির দ্বারা আত্মাকে উন্নত করিয়া সত্য সুন্দর মঙ্গলের সহিত সমাধি স্থাপন করি। বাহিরের সুন্দর বস্তু উপভোগ করিয়া উপকার হইল যে সুন্দর বস্তু সকল উপভোগ করিতে করিতে পরম সুন্দরে উপনীত হই। এই জন্য আমাদের বাহিরের বস্তুকে প্রীতি করিবার অধিকার আছে। কিন্তু যদি আপনার উন্নতি চেষ্টা না করি ; যদি আপনার দোষকে পরিশুদ্ধ না করিয়া আপনার গুণকে আরো সুগভীর, ওজনে আরো ভারী না করি, তাহা হইলে প্রীতি করিবার স্বার্থকতা হয় না। আপনাকে প্রীতি করি এই জন্য যে আপনাকে উন্নত করিব। বাহিরে প্রীতি করা আপনাকে প্রীতি করা দুই হতেই ঈশ্বর প্রীতির শিক্ষা হইয়া ঈশ্বরে উপনীত হইতে পারি। বাহিরের সৌন্দর্য্যে প্রীতি করিয়া সেই সৌন্দর্য্যের মূল অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে প্রীতি স্থাপন করি। আপনাকে প্রীতি করিয়া আপনাকে উন্নত করিয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে পারি। কিন্তু যদি এ সকল শিক্ষার স্থল মনে না করিয়া কেবল বাহিরেই মুগ্ধ হই, আপনাতেই মুগ্ধ হই তাহা হইলে তাহাতে উপকার হয় না, প্রীতি চরিতার্থ হয় না। ঈশ্বর যাহা কিছু আমাদিগকে দিয়াছেন সকলেতেই ঈশ্বরকে বুঝিতে পারি—বাহির থেকে বুঝিতে পারি, ভিতর

থেকে বুঝিতে পারি। এ সকল থেকে বুঝিয়া যখন মূল সৌন্দর্য্যে পৌঁছিলাম, তখন তৃপ্তি হইল।

আমাদের চেষ্টা ভালর দিকে থাকাতেই ভাল হই; ভাল হই আর না হই, পূর্ণ ভাল ত হইতে পারিব না, ভালর দিকে যদি চেষ্টা থাকে তাহা হইলেই ভাল। যখন পরম সুন্দর বস্তুকে প্রীতি করিবার স্পৃহা থাকে, আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা থাকে তখনই ভাল হই; ভাল হই আর না হই। চেষ্টা যত্নই ভালর পরিমাপক, ভাল হওয়াটা নয়। মনে কর এক জনের একলাখ টাকা, আর এক জনের দশ হাজার টাকা; কিন্তু যাহার একলাখ আছে সে পেয়েছিল দশ লাখ তাহার কমিতে কমিতে একলাখে এসে দাঁড়িয়েছে; যাহার দশ হাজার আছে সে পেয়েছিল পঁচিশ টাকা। ইহার বলিতে বলিতে আর দশ হাজার হইয়া যাবে উহার দেখিতে দেখিতে আরো কমিয়া যাবে। দেখ ফলেতে টের পাওয়া গেল না। কেহ জন্ম থেকে ভাল স্বভাব পেয়েছিল যত্ন করিল না শিক্ষা করিল না মন্দ হইয়া গেল। একজন স্বভাব মন্দ পাইয়াছিল সে চেষ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়া শিক্ষাদ্বারা ভাল হল। চেষ্টাটাই হইতেছে মূল; ফল দ্বারা ভাল মন্দ বোঝা যায় না। চেষ্টা থাকিলেই বুঝা গেল সে ভাল হবে। যে আপনাকে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে সে সকল হবেই যে হেতু ঈশ্বর তাহার সহায়। যে আপনাকে ভালবাসে সে আপনাকে উন্নত করিতে পারিলে তাহার আপনাকে ভালবাসা সার্থক হইল। আবার বাহিরের সৌন্দর্য্যে প্রীতি করিয়া যে আনন্দ হইতেছে তাহাতে সুন্দরতরকে প্রীতি করিতে উৎসাহ হইতেছে; এক উৎসব হইতে আরেক উৎসবে যাইতেছে, এক আনন্দ হইতে আর এক আনন্দলাভ হইতেছে। যদি আপনার প্রতি প্রীতি না থাকে তাহা হইলে আপনাকে উন্নত করিতে ইচ্ছা হয় না। আপনাকে প্রীতি করা উচিত, ইহারি জন্য উচিত, যে আপনাকে উন্নত করিব; না হইলে আপনাকে প্রীতি করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। ইহারি জন্য সংসারকে প্রীতি করিতে ঈশ্বর আমাদিগকে অধিকার দিয়াছেন। আপনাকে ও অন্যকে সহজে অকাতরে আমাদের প্রীতি করিবার অধিকার আছে,—পূর্ণ রূপে নয় কিন্তু বিহিতরূপে—যাহাতে ঈশ্বরের দিকে উন্নত হইতে পারি। এমন করিয়া প্রীতি না করি যাহাতে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হই।

কবিতা কানন।

বাগ্দেবীর প্রতি।

তোমারে দেখিব কাছে সদা মনে স্মরি,
মনের সকল কথা বলিব খুলিয়া।
বলিতে বসিলে যাই সমস্ত ভুলিয়া;
বিশৃঙ্খল ভাবরাশি পাখা মুক্ত করি'
উড়িয়া পলায়! তুমি নাকি মরমের
অমল কমলে সদা বাস কর দেবি!
তুমি নাকি গীত বাণী প্রেম ধরমের
সকলের মূলাধার? তবে কি গো সেবি
বৃথা আমি নির্ম্মম তোমারে? চিরদিন
এমনি তৃষিত প্রাণে অস্ফুট বচনে
তোমারে ডাকিব, আয়ুক্ষীণ, ভাবাক্ষীণ
হয়ে যাবে; চাহিবেনা করুণ নয়নে,
দিবে না দর্শন,দিবে না শকতি বাণী ?
আমি চেয়ে র'ব, তুমি র'বে গরবিনী রাণী।

শ্রীপ্রিয় নাথ ঘোষাল।

কেটে গেল বেলা।

অলস লোচন সুধা এ কি এ লাবণ্য
ললিত লালসাময়ী একি সৌম্য কলা!
গাহে গান কলকণ্ঠী! আহা কার জন্য
রমণী এ রমণীয়া হয়েছে উতলা।
কত কি ফুটেছে ফুল সরোবরে বনে,
সুবাস বহিয়া যায় প্রদোষ পবনে,

নীলাকাশে চতুর্থীর জাগে শশিকলা,
কি শোভায় এ পরাণে প্রকৃতি বিকলা—
চাহে শূন্যে চাহে নিম্নে সুন্দর চঞ্চল
সুকোমল করলতা আবরি অঞ্চল ;—
চাহিলেই ফেলে যেন করুণ কটাক্ষ
আঁখি দুটী প্রণয়ের তরুণ গবাক্ষ
কি আবেশে আছে বসি কাননে একেলা
ফুটে উঠে চন্দ্র তারা কেটে গেল বেলা।

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

প্রেম মঙ্গল।

বলিও না, প্রণয় স্বপন;
আশারে ব'ল না ভ্রান্তি ; বলিও না প্রেমে শ্রান্তি,
পলে পলে হয় যা নূতন !

শুধু প্রেমেই প্রেমের শেষ ;
সে কি তোমাদের খেলা ? নহে সে তৃপ্তির ভেলা !
এ যে মহা গভীর আবেশ।

দূরে রাখ রূপ, গুণপণা ;
যুক্তি-তত্ত্ব-ভাবাতীত, এ আসক্তি হৃদিজিৎ,
অমরের অপূর্ব্ব রচনা !

দুঃখ সহি অপার, অতল,
শ্রেয়, সৌদামিনীসম স্বর্গসুখ নিরুপম,
নিমেষের, তবু মহোজ্জ্বল !

তৃষা ছেড়ে কোথা যাবি বল্ ?
বৈরাগ্য-সান্ত্বনা ল'য়ে, রুগ্ন অবসাদ ব'য়ে,
সে নিসাড় জীবনে কি ফল ?

মোহিনীর বেশে হের, ওই
সুধাভাণ্ড পদ্ম করে, ডাকিছেন প্রীতিভরে
তৃষিতেরে, নারী কৃপাময়ী।

সম্ভ্রমে প্রণম, হে হৃদয়,
বিনীত বিশ্বাস সাথে, সে প্রসাদ লহ মাথে
নিখিল সংসার হবে জয়।

ধন্য হেন মানব-জনম ;
ধন্য আমি;—আছে আশা, বরিয়াছি ভালবাসা,
স্বভাবের সরস ধরম !

শ্লথ তন্ত্রী তুলি লব তবে ;
প্রেমের উন্মাদ মন্ত্রে, ঝঙ্কারি উঠিবে যন্ত্রে,
মঙ্গল সঙ্গীত সগৌরবে।

শ্রীপ্রমথ নাথ রায় চৌধুরী।

গৃহীর আশ্রম।

যষ্টি এই মোর আর এই গো কম্বল,
হয়েছে জীবন পথে আমার সম্বল ;
বাহিরিয়া পড়িয়াছি গৃহের বাহিরে,
পথিকের মত মুক্ত আকাশে চাহিরে।
কত সুখে ছিনু আমি আহা মোর দেশে ;
এখন ভ্রমিছি শুধু বিরহের বেশে ;
টুটে স্নেহ সমাদর প্রেম উপন্যাস,
কেন হায় ধরিনু এ কঠোর সন্ন্যাস।
কোথা যাব কতদূর—অন্তহীন পথ—
সংসার ছাড়িয়া হব সিদ্ধ মনোরথ !

হায় হায় জাগিয়াছে প্রাণে একি ভ্রম—
তিলেকে যাইনু ভুলে সংসার সম্ভ্রম ;
এখন হইছে মনে এ যে পণ্ডশ্রম,
কি আছে মধুর সম গৃহীর আশ্রম।

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিমল হৃদয়।

গান।

তোমার ও বিমল হৃদয়
ছায়া কভু পড়ে নাই হোথা
নব প্রেমে উঠেছে জাগিয়া
জানেনা সে নিরাশার কথা।
সরল হৃদয় খানি ল'য়ে
মুগ্ধ আছ আশার কাথায়
জানন এ নিদারুণ ব্যথা
ঝটিকায় ভাঙ্গেনি হৃদয়।

শ্রী ভূপেন্দ্র বালা দেবী।

কহাবত বা জয়পুরী প্রবচন।

দেশ ও বীর।

প্রবচন। ১ নির্বীর ভূমি কবহূঁ*ন হোয়।

অনুবাদ। নির্বীর দেশ কখন হয় না

অর্থ। দেশ কখনও একেবারে বীরশূন্য হয় না।

বীরমাতা রাজস্থানেই এই প্রবচন শোভা পায়।

প্রতিজ্ঞাবল।

প্রবচন। ২ রঘুকুল রীতি সদা চলি আই। প্রাণ জায়ঁ পৈ বচন ন জাই॥

---

* ব= সম্পূর্ণ উচ্চারণ=বাঙ্গালা 'ব' ব=বাঙ্গালা 'ও'।

অনুবাদ। রঘুকুল রীতি সদা (সর্ব্বদা) চলিয়া আসিতেছে। প্রাণ যায় ত বচন যায় না।

অর্থ। রঘুকুলরীতি রঘুপ্রতিষ্ঠিত রীতি শাশ্বত বা সনাতন ধর্ম্ম। অতএব প্রাণ যায় তাও ভাল তথাপিও প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম হয় না।

টিপ্পনী। রাজপুতদিগের বাক্য কখনও লঙ্ঘন হয় না। উদাহরণ স্বরূপ একটী ঘটনা উদ্ধৃত করা গেল।

সূর্য্যবংশোদ্ভব মেবারেশ্বর (উদিপুরভূপ) মহারাণা লাখাজীর চূণ্ডাজী নামক এক পুত্র ছিল।

মারবাড়েশ্বর (যোধপুরাধিপতি) বিড়মলজী চূণ্ডাজীর সহিত তদীয় পুত্রীর বিবাহের জন্য লাখাজীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ মহারাণা (লাখাজী) সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সভায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে দূত গিয়া বিবাহের কথা উত্থাপন করিল। লাখাজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন— "বৃদ্ধ বয়সে" কি আবার কলাতলায় দাঁড়াতে হবে নাকি ? বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের প্রস্তাব ?

এই কথা শুনিয়া চূণ্ডাজী তাঁহার পিতাকে বলিলেন—"আপনি রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তিনি এখন আমার মাতৃস্থানীয়, তাঁহার সহিত কখন আমার বিবাহ হইতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। রাণা তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কোনমতে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বিবাহ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে পাছে বিড়মলজীর অনাদর করা হয় এই ভাবিয়া লাখাজী স্বয়ং রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু চূণ্ডাজীকে এই ভীষণ প্রতীজ্ঞা করাইলেন "তুমি শপথ কর যে আমি কখন বিবাহ করিবেনা ও নবরাণীর গর্ভজাত পুত্রকে মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে দেবে। তুমি কখন সিংহাসনের দাবী করিবে না।"

চূণ্ডাজী অখুকুণ্ঠনে এই অটল প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর লাখাজী বিড়মলজীর কন্যা বিবাহ করিলেন। নবরাণীর গর্ভে লাখাজীর এক পুত্রসন্তান হইল। তাঁহার নাম মোকলজী। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে লাখাজী পরলোক গমন করিলেন। মারবারেশ্বর বিড়মলজীর

পুত্রী স্বামীর সহিত সহ-মরণ যাইতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় "চূড়াজী নে হাত জোড়কর উন সে প্রার্থনা কী কি হে মাতা জবতক পিতা কী আজ্ঞানুসার আপকে পুত্র, মেরে ছোটে ভাই মোকলজী কো গদ্দী বৈঠানে কী রীতি ভাতি পূরী ন করলুঁ, তব তক্ আপ কৃপা করকে বিলম্ব কীজিয়ে, নহীঁ তো সম্ভব হৈ কি আপকো যহ সন্দেহ রহ জায়গাঁ কি ন জানে চূঁণ্ডা মোকলকো গদ্দী বিঠলা বেগা য়া নহীঁ।

যহ কহকে চূঁণ্ডাজী নে ঝটপট মোকলজী কো আপনে হাথসে গদ্দী বিঠলা কর উনকী মাতা সে কহা কি অব আপ প্রসন্নতা পূর্ব্বক সতী হুজিয়ে, মৈঁ আপনে সমনে ফির পাণ করতা হূঁ কি মৈঁ কভী গদ্দী কী ইচ্ছা ন করূঁগা। ইস বাত সে অত্যন্ত প্রসন্ন হো কর মেকলজী কী মাতা চূণ্ডাজীকো অনেক আশিষ দেকর সতী হো গই।

চূণ্ডাজী অপনে বচন সে কভী ন হটে।" অতএব তিনি এই শ্লোকের মহার্থ স্বীয় জীবনে প্রদর্শন করাইলেন—

"রঘু-কুল-রীতি সদা চলিআই। প্রাণজায়ঁ পৈ বচন ন জাই॥"

বিবাহ ও রাজ্যশাসন।

প্রবচন। ৩ জমী তো ভাই কী ঔর বেটী সগে কী লেনী চাহীয়ে।

অনুবাদ। জমী ভায়ের শাসন বা তত্ত্বাবধারণ করা চাই আর স্বজাতীয় কন্যা গ্রহণ চাই।

অর্থ। ভাইরা জমী শাসন বা তত্ত্বাবধারণ করিলে, ও স্বজাতীয় কন্যা বিবাহ করিলে সুফল হয়।

বহুজন মত।

প্রবচন। ৪ পঞ্চ ভগবান্।

অনুবাদ। পাঁচজন ভগবান সদৃশ।

অর্থ। পঞ্চজনের বা পঞ্চায়তের মত অর্থাৎ (বিচার নিষ্পত্তি বা ফল) বেদ বাক্যবৎ শিরোধার্য্য।

পাঁচ জনে মিলে কার্য্য।

প্রবচন। ৫ সাত পাঁচ মিল কীজে কাজ। হারে জীতে ন আবে লাজ॥

অর্থ। পাঁচ সাত জন মিলে কাজ কর; হার জিতে (সিদ্ধাসিদ্ধিতে) লজ্জার কারণ হইবে না।

বঙ্গীয় প্রবচন। দশ মিলি করি কাজ।
হারি জিতি নাহি লাজ॥

ময়ূর নৃত্য।

প্রবচন। ৬ জঙ্গল মেঁ মোর নাচা, কিসিনো না জানা।

অর্থ। বনে ময়ূর নাচলো, কেহ জান্‌লেনা।

অর্থাৎ বনে ময়ূর নাচলে কার কি?

বঙ্গীয় প্রবচন। উলু বনে মুক্ত ছড়ান।

ময়ূর নৃত্য।

প্রবচন। ৭ মোর নাচে কুঁদে, ওঁর পগানা দেখর রোয়ে।

অনুবাদ। ময়ূর নেচে কুঁদে (লাফিয়ে) বেড়ায় আর পা দেখলেই কাঁদে।

টিপ্পনী। প্রবাদ আছে যে যতক্ষণ ময়ূর প্যাথনের দিকে দেখে ততক্ষণই ভাল নাচিতে পারে, কিন্তু তাহার কুৎসিত পায়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র নাচা বন্ধ করে।

রাজস্থানে অসংখ্য ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। উষাকালে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত প্রতিধ্বনিত হয়। ময়ূর রাজপুতদিগের চক্ষে অতি পবিত্র। হিন্দুদিগের ময়ূর পবিত্র পক্ষী। ময়ূর কার্ত্তিকের বাহন। ময়ূরপুচ্ছ রাজপুতদিগের প্রিয়দেবতা শ্রীকিষেণজীর মুকুটভূষণ। ময়ূরের প্রতিমূর্ত্তি অত্রত্য লোকদিগের গৃহের দেয়ালে প্রায় অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব রাজস্থানে ময়ূর বিষয়ক প্রবচন প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

লঙ্কা ও দারিদ্র্য।

প্রবচন। ৮ * লঙ্কা মেঁ কষ্যা দরিদ্রী কোনা?

অর্থ। (সোনার) লঙ্কায় কি দারিদ্র্য নাই?
অর্থাৎ সম্পদৈশ্বর্য্যের মধ্যে ও দরিদ্রতা আছে।

---

* এই প্রবচনাবলীর মধ্যে কিঞ্চিৎ ভাষা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে বার ক্রোশ দূরে দূরে ভাষারও দূরত্ব বা ভেদ কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

বঙ্গীয় প্রবচন। চাঁদে কলঙ্ক।

ইংরাজী প্রবচন। Darkness under the lamp.

বৃন্দাবন ও বানর।

প্রবচন। ৯ বৃন্দাবন এক বাঁন্দর রুটনেসে শূনি নে হো শক্তি।

অনুবাদ। একটী বানর গোসা করে চলে গেলে বৃন্দাবন শূন্য হয় না।

অর্থ। বৃন্দাবনে অসংখ্য বানর, সুতরাং একটী বানর গেলে বৃন্দাবন একেবারে বানর শূন্য হয় না।

অনেকের মধ্যে একটীর অভাব অনুভূত হয় না।

ভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্য।

প্রবচন। ১০ সভাগ্য কী জীভ, ঔর অভাগ্য কা পগ।

অর্থ। ভাগ্যবানদিগের জিহ্বা আর অভাগ্যবানদিগের পা।

অর্থ। ভাগ্যবানদিগের জিহ্বা অভাগ্যবানদিগের পদ কষ্টের কারণ।

ভাগ্যবানেরা সহজে মুখ হইতে হুকুম নিঃসৃত করেন কিন্তু অভাগ্যবানদের পা হুকুম পালন বা বহন করিতে করিতে অবশ হইয়া পড়ে।

বঙ্গীয় প্রবচন। (১) বলিতে সহজ বটে, করিতে তা নয়। যে করে সে প্রাণে মরে অন্যের কিবা হয়।

(২) কেহ পালকি চোড়ে যায়, কেহ কাঁদে করে বয়॥

গোঁপ ও বিজ্ঞতা।

প্রবচন (১১) আই মুছা, কুননে পুঁছা?

অর্থ। গোঁপ উঠলেই আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কাহার পরামর্শ লইব?

টিপ্পনী। গোঁপ বিজ্ঞতার চিহ্ন।

'পুঁছা' শব্দে 'গ্রাহ্য'ও অর্থ হইতে পারে।

সাহেব ও বাঙ্গালী।

প্রবচন। ১২ টোপি বয়ালা কামাতা, (ঔর) ধোতি বয়ালা খাতা।

অর্থ। সাহেবেরা কামায় (বা কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে।) বাঙ্গালীরা খায় (অর্থাৎ ভোগ করে)।

টিপ্পনী। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইংরেজদিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং সাহেবদিগের উপার্জ্জিত ধনের অধিকাংশ তাহারাই ভোগ করে।

টোপি ওয়ালা' অর্থে ইংরাজ জাতিকেও যেমন বুঝায় সেইরূপ ভারতের অন্যান্য জাতিকেও বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। কারণ বাঙ্গালী ছাড়া ভারতের অন্যান্য সকল জাতিই টুপি বা পাগড়ি পরিয়া থাকে।

ইংরাজী প্রবচন। One soweth another reapth.

বঙ্গীয় প্রবচন। যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই।

স্বদেশী ও বিদেশী।

প্রবচন। ১৩ ভুকা মরে হুজুর কা, (ঔর) মাল খায় দূরকা।

অর্থ। হুজুরের (মহারাজার) প্রজারা অন্নাভাবে মরে (কষ্ট পায়) আর দূরদেশীরা (বিদেশীরা) মাল খায় (ধন লোটে বা সুখভোগ করে)।

টিপ্পনী। স্বদেশীরা কষ্ট পায়; পরদেশীরা সুখ ভোগ করে।

এই প্রবচনটী সম্ভবতঃ আধুনিক কারণ জয়পুর নগরের প্রধান প্রধান কার্য্য বিভাগ অধুনা বাঙ্গালীদিগের হস্তে ন্যস্ত।

হস্তী ও ক্ষুদ্র গাছ।

প্রবচন। ১৪ হাথ্যাঁ কী লড়াই, ঝাড়া কো খোনাস।

অনুবাদ। হাতীর যুদ্ধ, গাছপালার সর্ব্বনাশ।

অর্থ। হাতীরা যুদ্ধ করে কিন্তু ছোট ছোট গাছেরা বিনষ্ট (পদদলিত) হয়। রাজা রাজড়ারদের যুদ্ধে প্রজাদিগেরই ক্লেশ হয়।

বঙ্গীয় প্রবচন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

ইংরাজী প্রবচন। What is play to one is death to another.

মাহুত ও মিত্রতা

প্রবচন। ১৫ মহাবতাঁ সু দোস্তী, ঔর দরবাজো সাঁকড়া।

অর্থ। মাহুতের সহিত মিত্রতা আর দরজা সংকীর্ণ (ছোট) অর্থাৎ

অর্থ। মাহুতের সহিত মিত্রতা করিতে গেলে বড় দরজার প্রয়োজন। হাতীও প্রবেশ করিতে পারে এমন দরজা চাই। বড় লোকের সহিত সামান্য লোকের মিত্রতা সুফলপ্রদ হয় না (ব্যয়সাধ্য হয়)।

বঙ্গীয় প্রবচন। শুষ্ক ডাঙ্গায়, জলটানা।

ধন ও ত্যাগ।

প্রবচন। ১৬ জৈ ধন জাধে সাবতো, আধো দীজে বাঁট।

অনুবাদ। যে ধনের সমুদয় অংশ নষ্ট হবে তদর্দ্ধ বণ্টন করিয়া দাও।

সংস্কৃত প্রবচন। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধম্ ত্যজি পণ্ডিতঃ।

ঈশ্বর ও স্বকৃত ক্লেশ।

প্রবচন। ১৭ হাথ কমায়া কমড়া দই ন দীজে দোথ।

অর্থ। নিজের দোষে কষ্ট পেয়ে ঈশ্বরকে দোষ দি ও না।

অর্থাৎ স্বকৃত ক্লেশের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা ন্যায়সংযুক্ত নয়।

ইংরাজী প্রবচন। "Perverse mankind whose wills created free Charge all their woes to Absolute Decree".

—Pope.

ঈশ্বর ও অহঙ্কার।

প্রবচন। ১৮ উচোঁ বোল রাম নে ছাজৈ।

অর্থ। উঁচুকথা (অহঙ্কার) রামকেই (ঈশ্বরকেই) সাজে (শোভা পায়)। অহঙ্কার মানুষের শোভা পায় না।

মুচী ও স্বর্গ।

প্রবচন। ১৯ ঢেড়নে তো সর্গ মেঁ ভী বেগার হৈ।

অর্থ। মুচীকে স্বর্গেও বেগার খাটিতে (পরিশ্রম করিতে) হয়।

মুচীর স্বর্গেও বিশ্রাম নাই।

বঙ্গীয় প্রবচন। ঢেঁকীর স্বর্গেও সুখ নাই।

ছেলে ও গ্রাম।

প্রবচন। ২০ কুঁখ মেঁ ছোরো, গাঁব মেঁ হেরো'।

অর্থ। কাঁখে (কক্ষদেশে) ছেলে, গাঁয়ে খোঁজ। কাঁকে ছেলে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছেলে অন্বেষণ করা অনবধানের বা অবোধের কার্য্য।

বঙ্গীয় প্রবচন। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

লাটি ও মহিষ।

প্রবচন। ২১ (১) জিঁ কী লাটি, জিঁ কী ভৈঁস।

(২) লাটি জিঁকে ভৈঁস।

অর্থ। যার লাটি তার মহিষ।

বঙ্গীয় প্রবচন। জোর যার মল্লুক তার।

ইংরাজী প্রবচন। Might is right.

হাঁড়ী ও ছিদ্রকরণ।

প্রবচন। ২২ (১) জি হাঁড়ি খায়; উঁই হাঁড়ী ছেদ করে।

(২) উঁই হাঁড়ী খাবে উঁই হাঁড়ী ছেদ করে।

অর্থ। যে হাঁড়ীতে খায় (পাক করে), সেই হাঁড়ীই ছেদ (ছিদ্র) করে।

টিপ্পনী নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ সংসার যাত্রার সম্বল নষ্ট করা। উপকারীর অপকার করা।

বঙ্গীয় প্রবচন। যে ডালে বসা, সেই ডালেই কাটা।

ইংরাজী প্রবচন। To kill the goose which lays the golden eggs.

পাদুকা ও মস্তক।

প্রবচন ২৩ উসি কী জুতি, উসি কী শির।

অর্থ। যার জুত, তারিই মাথা।

যার পাদুকা, তারই মস্তকে আঘাত করা। উপকারীর অপকার করা।

টিপ্পনী। ২১ ও ২২ সংখ্যক প্রবচন একার্থবাচক।

অন্নদাতা ও যশোগান।

প্রবচন। ২৪ (১) খাববে জিসকা গাববে।

(২) খাল্না জিসকা গানা।

অর্থ। যার খাবে, তার গাবে।

অন্নদাতার সুযশ কীর্ত্তন কোরবে।

বঙ্গীয় প্রবচন। নুন যার খাবে, গুণ তার গাবে।

উপদেশ ও কার্য্য।

প্রবচন। ২৫ শুন সবকি, কর আপ নে মনকি।

অর্থ। সকলের (মত) শোন; কর নিজের মনে।

[১৯] সকলের কথা বা উপদেশ শুনতে বাধা নাই, কিন্তু নিজে ভাল মন্দ বিবেচনা করে কাজ কর।

টেক্কা দেওয়া।

প্রবচন। ২৬ তু চলেগা ডাল ডাল, মুই চলুঙ্গা পান পান।

অর্থ। তুমি ডালে ডালে চলবে, আমি পাতায় পাতায় চলবো।

তুমি যেমন করবে, আমি তার চেও এককাটি বেশী কোরবো।

বঙ্গীয় প্রবচন। তুমি এক গুণ আমি দুগুণ।

দুষ্টু মতলব।

প্রবচন। ২৭ আম খানেসে মতলব, ইয়া পেঁড় গিন্নিসে!

অর্থ। আম খাবার মতলব, না গাছ গোনবার!

অর্থ। অর্থাৎ আম খাওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু বৃক্ষ গণনা ভাণ মাত্র।

আম্র ও তিন্তিড়ী।

প্রবচন। ২৮ আম কী পিয়াস কভী ইম্লিসে হৈ!

অর্থ। আমের স্বাদ কি তেঁতুলে পাওয়া যায়!

বঙ্গীয় প্রবচন। দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে!

নির্ব্বুদ্ধিতা।

প্রবচন। ২৯ সমুন্দর মেঁ রহেনা, ঔর মগর মৎসে বৈর।

অর্থ। সমুদ্রেতে থাকা আর মকর মৎস্যের সহিত বৈরিতা।

সমুদ্রেতে বাস করে মকরের সহিত শত্রুতা করা মূর্খের কাজ।

বঙ্গীয় প্রবচন। জলে বাস করে কুমিরের সহিত ঝগড়া।

কলহ।

প্রবচন। ৩০ হাথ সে হাথ নহী লড়তা হৈ।

অর্থ। [নিজের] হাতে হাতে ঝগড়া হয় না।

নিজের সঙ্গে নিজের ঝগড়া হয় না।

এক হাত ও তালি।

প্রবচন। ৩১ এক হাতসে নহি বাজ শক্তি।

অর্থ। এক হাতে বাজবার শক্তি নাই।

বঙ্গীয় প্রবচন। এক হাতে তালি [আওয়াজ] বাজে না।

সমব্যবহার।

প্রবচন। ৩২ দোনো হাত বরাবর সে ঢুলতে হৈঁ।

অর্থ। দুহাত বরাবর দোলে।

দুই হাত সমভাবে দোলে।

টিপ্পনী। যেমন ব্যবহার কোরবে, তেমনি ব্যবহার পাবে।

বঙ্গীয় প্রবচন। Do unto others as you would be done by.

মেশামিশি।

প্রবচন। ৩৩ জাঁহা দো বর্ত্তন হোতে হৈঁ, উহিঁ খটখটাতে হৈঁ।

অর্থ। যে খানে দুটো বাসন [একত্র] হয়, সেখানেই খটখটানি হয়।

দুটো বাসন এক জায়গায় থাকলেই পরস্পর ঠক্কর লেগে খটখট আবাজ হয়।

বঙ্গীয় প্রবচন। [১] পাঁচজনের ঘর কর্ত্তে গেলে হাঁড়ী কুঁড়ী খটখটায় [ঝগড়া ঝাটি হোয়ে থাকে]। [২] ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

ইরাজী প্রবচন। Familiarity breeds contempt.

জল ও পালবাঁধা।

প্রবচন। ৩৪ পানি পৌহিলি পাল বাঁদনি চাহিয়ে।

অর্থ। জলের আগে পাল বাঁধা চাই।

আগে জল, পরে পাল বাঁধা

বঙ্গীয় প্রবচন। [১] ঘোঁড়া নাই চাবুক। [২] মাথা নাই তা মাথা ব্যথা।

খেলো জিনিষ ও অকর্ম্ম লোক।

প্রবচন ৩৫ থোকা ফটকে উড় উড় যায়।

আঁধী পীসে, কুত্তা খায়॥

অনুবাদ। খেলো জিনিষ উড়ে উড়ে যায় [পড়ে]।

অন্ধ পিষলে কুকুরে খায়।

অর্থ। ভুসি প্রভৃতি নিঃসার বস্তু ঝাড়লে উড়ে উড়ে যায় [পরিশ্রম ব্যর্থ হয়]। আর অন্ধ গেঁউ প্রভৃতি পিশলে কুকুরে খায় [অন্ধতা বশতঃ নিবারণ করিতে পারে না পরিশ্রম বিফল হয়]।

প্রথমতঃ বৃথাকার্য্যে পরিশ্রম নিরর্থক।

দ্বিতীয়তঃ অকর্ম্মণ্য লোক দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

পঙ্গু ও সাহায্য।

প্রবচন। ৩৬ লুলী লীপে সাত জন কড় থাঁবে।

অর্থ। পঙ্গু লেপন করে, সাত জন তার কোমর ধরে থাকে।

এক জন অকর্ম্মণ্য লোক নিযুক্ত করিলে সাত জন লোক আরও চাই অর্থাৎ আরও সাত জন লোকের সময় বৃথা নষ্ট হয়।

ইংরাজী প্রবচন। A penny-wise and Pound foolish policy.

কালের মহিমা।

প্রবচন। ৩৭ লুলী ভী লাতাঁ বাবে।

অর্থ। পঙ্গুও লাথি মারে।

অর্থ। অবস্থা বা সময়-গুণে সামান্য লোকও কষ্ট দেয় বা তাচ্ছল্য করে।

বঙ্গীয় প্রবচন। ঠাকুর কয়েছে হেলা। রাখালে মেরেছে ডেলা॥

সংস্কৃত প্রবচন। সময়এব করোতি বলাবলং।

রাবড়ী ও দংশন।

প্রবচন। ৩৮ রাবড়ীকে ভী দাঁত হোগয়া।

অনুবাদ। রাবড়ীও [মিঠাই বিশেষ] দাঁত হয়েছে। অর্থাৎ রাবড়ীও দংশন করে বা কষ্ট দেয়। যাহারা পূর্ব্বে কখন কষ্ট দেয়নি, সময়গুণে তাহারাও কষ্ট দিচ্ছে। পীড়িত সিংহকে গাধায় লাথি মারে।

শুভ দৈব।

প্রবচন। ৩৯ উঁঘেছীর, বিছায়ো লাধ্যো।

অর্থ। ঝিমুচ্চে, বিছানাও পাড়লো।

ঘুম আসচ্ছে, শয্যাও প্রস্তুত হইল।

যাহা দরকার, ঘটনাক্রমে তাই জোটে বা মেলে।

বঙ্গীয় প্রবচন। ক্ষুধার সময় বাড়া ভাত।

আশাতীত লাভ।

প্রবচন। ৪০ আঁধাকে হাথ, বটের লগ্‌গই।

অর্থ। অন্ধের হাতে বটের পক্ষী বসিল।

আশাতীত লাভ।

বঙ্গীয় প্রবচন। বিড়ালের ভাগ্যে সিঁকে ছিঁড়িল।

ঘি ও মুগ।

প্রবচন। ৪১ ঘি ডুলেতো মুঙ্গা মাই।

অর্থ। ঘি পোড়লো মুঙ্গের [পাক করা মূঙ্গের ডালের] মধ্যেই।

পাক করা মুগের ডালের মধ্যে ঘি পড়িলে নষ্ট হয় না [উদরস্থ হয়]।

ঘি সঞ্চিত থাকলে ক্ষতি নাই আর খাদ্য দ্রব্যে (যথা মুগের ডালে) বেশী পোড়ে গেলেও ক্ষতি নাই বরঞ্চ খাদ্যদ্রব্য আরও সুস্বাদযুক্ত ও পুষ্টিকারক হয়।

গঙ্গা সন্তরণ ও বিপ্রের প্রতি ব্যবহার।

প্রবচন। ৪২ গঙ্গা তিরবু শিখিয়ে, বিপ্র সে ব্যহার। পার হৈ তো পার হৈ, ডুব জায় তো পার॥

অর্থ। গঙ্গায় সন্তরণ শিক্ষার ন্যায় বিপ্রের সহিত ব্যবহার কর। [গঙ্গা] পার হইতে পার তো পার হইলে [ভাল]; ডুবে যাও তো [তবুও] পার [উদ্ধার] হইলে।

অর্থ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে "লেন দেনে" তে লাভ নক্সান উভয়েতেই লাভ (পুণ্যলাভ)। যথা, কেহ গঙ্গায় সন্তরণ শিক্ষা করিতে গিয়া নিরাপদে (গঙ্গা) পার হইতে পারেতো ভাল, না পারিলে অর্থাৎ ডুবিয়া গেলেও ভবসাগর পার করা হইল (স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল)।

ডাকিনী ও উষ্ট্র।

প্রবচন। ৪৩ ডাকিনী উঁঠ চড়ী।

অর্থ। ডাকিনী উটে চড়েছে। ডাকিনী (ডাইনী) স্বাভাবিক কুৎসিত বা ভয়ঙ্কর, তাতে আবার উটে চোড়েছে। যৎপরোনাস্তি কুৎসিত বা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।

টিপ্পনী। Bull-dog স্বাভাবিকই দেখিতে ভয়ঙ্কর, তার উপর যদি লেজ কান কাটা হয় তাহ'লে আরও ভয়ঙ্কর দেখিতে হয়।

বঙ্গীয় প্রবচন। (১) চাঁদ কপালে দিব্যি ভোঁটা (বিদ্রুপার্থ)।
(২) বড় বা মুখের ঝাঁই (ঝাঁচ), তায় হলুদ মাখা নাই।

ডাকিনী ও ছেলে।

প্রবচন। ৪৪ ডাকন বেটা দে কি লে ?

অর্থ। ডাকিনী ছেলে দেয় কি নেয় ?

টিপ্পনী। প্রবাদ আছে যে ডাকিনীরা ছেলে ধরে।
বেদেরা এক রকম ছেলেধরা ডাইন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গীয় প্রবচন। ছেলে ধরবার ডান।

ডাকিনী ও জননী।

প্রবচন। ৪৫ আপ কী মানে ডোকন কুন বতলায় ?

অনুবাদ। আপনার মাকে কে ডাইনী বলে থাকে ?

অর্থ। নিজের সবই ভাল।

বঙ্গীয় প্রবচন। নিজের দইটি মিষ্টি, পরের দইটি টক্।

পুত্র ও নেত্র।

প্রবচন। ৪৬ মূআ বেটা কী পস্‌সেসী আঁখ।

অর্থ। যে ছেলে মরে যায়, তারিই বড় বড় চোখ।

অর্থাৎ মার চক্ষে মৃত সন্তানটিই অত্যন্ত সুরূপবান।

প্রত্যুপমা। যে শোল মাছ পালায় সেটাই বড়।

কার্য্য ও সময়।

প্রবচন। ৪৭ হায় ঘোড়ো ! দিন থোড়ো।

অর্থ। হায় ঘোঁড়া! দিন (সময়) কম। কাজ বেশী, সময় কম। (সব কর্ত্তে ইচ্ছে, কিন্তু সময় নাই)।

ঘুঘু ও উড়ন।

প্রবচন। ৪৮ ছোটো ঘুঘু, বড় উরাই।

অর্থ। ছোট ঘুঘু (পক্ষী), ওড়ে বড়। ছোট ঘুঘু বটে কিন্তু ওড়ে খুব উঁচুতে। ধুল হয়ে মাথায় ওঠে। বানরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে।

বঙ্গীয় প্রবচন। ইঁচড়ে পাকা।

মুখ ও কথা।

প্রবচন। ৪৯ [১] ছোটোর বড়ী বাত।

[২] ছোটা মুঁ, বড়ী বাত।

অর্থ। [১] ছোটোর বড় কথা।

[২] ছোটো মুখ, বড় কথা

শিশুর মুখে বিজ্ঞোচিত কথা শোভা পায় না।

বঙ্গীয় প্রবচন। ছোটের মুখে বড় কথা।

ঘোড়া ও চলন।

প্রবচন। ৫০ দেশী টাড়রী উর পূর্ব্বী চাল।

অর্থ। দেশী ঘোড়া আর পূর্ব্বদেশী চাল। এ দেশী ঘোড়া কিন্তু পূর্ব্বদেশীবৎ চলন। এক দেশী ঘোড়া, আরেক দেশী চাল চলন। স্বভাবের বিকৃতি ভাল নয়।

শালী ও শ্বাশুরী।

প্রবচন। ৫১ [১] সালী নহীতো সাস্থ্ সেহী মসখরী।

[২] সালী ছোড় সাস্থ্ সেহী মসখরী।

অনুবাদ। [১] শালী নাইতো শ্বাশুরীর সঙ্গে ঠাট্টা।

[২] শালী ছেড়ে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঠাট্টা।

অর্থ। [১] শালী নাই বোলে কি শ্বাশুরীর সঙ্গে ঠাট্টা চলে?

[২] ঠাট্টার সম্পর্ক ছেড়ে, শ্বাশুরীর সঙ্গে ঠাট্টা রীতিবিরুদ্ধ।

গাধা ও ঘৃত।

প্রবচন। ৫২ গধানে ঘী পাবৈতো কবে "মহারী আঁক ফোড়নাকী"।

অনুবাদ। গাধাকে ঘি খাওয়ালেই বলে 'আমার চক্ষু বিঁধিবার জন্য'।

অর্থ। গাধাকে ঘি খাওয়ালেই বলে "আমাকে অন্ধ করে দিলে"।

বঙ্গীয় প্রবচন। [১] যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

[২] পরের ভাল কোরতে গেলে মন্দ হয়।

গাধা ও কুমর।

প্রবচন। ৫৩ কুমরা কহবাসে গদহা পর কোনা চড়ে!

অর্থ। কুমরকে গাধার চড়িতে বলিলে [সে] চড়েনা।

কুমর গাধায় চড়ে, কিন্তু কেহ গাধায় চড়িতে বলিলে সে চড়িতে চায় না। ভণ্ড ধার্ম্মিকেরা গোপনে গোপনে খারাপ আচরণ করে কিন্তু বাহিরে মহা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী।

কবি কৃষ্ণমোহন মজুমদার ও বৈরাগ্য সঙ্গীত।*

রাজা রামমোহন রায়ের সময় ব্রহ্মসভায় অনেক ধনাঢ্য বিদ্বান ও গুণীজন সমূহ সমবেত হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধনের দ্বারা, কেহ বিদ্যার দ্বারা সভার উপকার সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল নানা উপায়ে ব্রহ্মবিদ্যার পরিস্ফোটন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার দিকে লোকের মন আকর্ষণ করিতে গেলে সঙ্গীতের সরসভাবের যেরূপ প্রয়োজন এমন আর অন্য কিছুতে নয়। ব্রহ্ম-বিদ্যারূপ ভূমাবিদ্যা ধারণার্থে হৃদয়কে বিশেষ রূপে উদার ও প্রশস্ত করা চাই, এবং সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের হৃদয় স্বতই উদার হইয়া উঠে—আমাদের ক্ষুদ্রত্ব দূর হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ গুণী গায়ক সদারঙ্গ বলেন "খোট মন কি পহেলে দূর কর্‌লে তব ফুর গিয়া বিদ্যা।" বাস্তবিকই মনের ক্ষুদ্রতার পরিহার হইলে তবে সহজে বিদ্যা আয়ত্ত হয়। আর এই বিদ্যা লাভের জন্য সততই মনুষ্যের মন ব্যগ্র, তাহাতেই তাহার তৃপ্তি। "বিদ্যৈকা পরমাতৃপ্তি" যে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বটে। বিদ্যার অর্থ কি না জানা; অর্থাৎ আমরা কেবল জানিতে চাই; শিশুকাল হইতেই আমাদের মন কেবল জানিবার জন্য—জ্ঞানলাভের জন্যই ব্যাকুল! তাই বিদ্যায় আমাদের পরিতৃপ্তি। কিন্তু এ পরিতৃপ্তি থাকিত না যদি না আমরা কোন একটিকে শ্রেষ্ঠ সার বা এক-মাত্র অদ্বিতীয় রূপে না জানিতে পারিতাম। সেই একমাত্র অদ্বিতীয়কে রাজা করিয়া তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই আমাদের সকল বিদ্যার পরি-সমাপ্তি হয় আমরা মন প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি যে যদি এই বিদ্যা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের আর কোনও বিদ্যার আবশ্যক নাই, আর আমাদের কিছু জানিবার বিষয় নাই। "নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ" অতঃপর আর জানিবার কিছুই নাই, তখনই আমাদের জানার পরিসমাপ্তি হয়। তাহা-যদি না হয় তাহা হইলে আমাদের অন্তরে তৃপ্তি অতৃপ্তির মহা দ্বন্দ উপস্থিত হয়

* কবি কৃষ্ণমোহন মজুমদারের বৈরাগ্যপূর্ণ অধ্যাত্মসঙ্গীত, নানাজাতীয় ধর্ম্মসঙ্গীত ও কবিতাদির বিষয় ক্রমশঃ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া যাইবার ইচ্ছা রহিল। এবং তাঁহার সঙ্গীতাবলীর স্বরলিপিও পাঠকবর্গকে ক্রমশঃ উপহার দিব।

বিদ্যা অবিদ্যার মধ্যে সংগ্রাম কোলাহল উপস্থিত হয়। তাহাতে অন্তরের তৃপ্তি ও শান্তির মূলপর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়। তাঁহাকে জানাই আমাদের প্রকৃত সেই একা বিদ্যা যাহাতে আমাদের বাস্তবিক পরমা তৃপ্তি।

এই পরাবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া পরমা তৃপ্তিলাভের জন্য মানুষের এত বৈরাগ্য এত ত্যাগ স্বীকার। এই সংসারে বৈরাগ্য ধর্ম্মসঙ্গীতের এত আদর। বৈরাগ্য ব্যতীত ধর্ম্মসঙ্গীতের প্রাণ ভালরূপে পরিস্ফুট হয় না। ধর্ম্মরত ব্যক্তির অন্তঃকরণ স্বতই এবং সততই অপার্থিব দেশে পৌছিতে চায়। এপারে পার্থিব রাগ, ওপারে পরমার্থিক রাগ, মধ্যে বৈরাগ্যনদী। এই বৈরাগ্যনদীতে কত ঝঞ্চা ঝটিকা, কত ভয়। ইহা নক্রকুম্ভীরে পরিপূর্ণ। তথাপি পারমার্থিক অপার্থিব রাগের দেশে উপস্থিত হইবার জন্য আমাদের বৈরাগ্যনদী পার হইতে হয়।

এই নদীতে আসিয়া যখন এপারের কাছাকাছি থাকি তখন বিষয়াকর্ষণ মিশ্রিত বৈরাগ্য সঙ্গীত অন্তরে উদয় হয়; যখন নদীর মাঝখানে পড়া যায় তখন ঘোর বৈরাগ্য সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়, যখন ওপারের কাছাকাছি যাওয়া যায়, তখন অপার্থিব অনুরাগরঞ্জিত—পারমার্থিকভাবমিশ্রিত বৈরাগ্য সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে থাকে। এইরূপে দেখা যায়, বৈরাগ্যনদীতে ভাসিয়া মনে প্রধানতঃ তিন প্রকার বৈরাগ্য সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়। নদীর এপারে থাকিলে বিষয় কোলাহল, নদীর মধ্যে কল্লোলময় ভরাট বৈরাগ্য, আর ওপারে ব্রহ্মনাম গান। ওপারে মানস সরোবরে ভক্তিশতদল ব্রহ্মতেজে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতেছে। সেখানে কেবলই শান্তি, কেবলই শান্তি। সেই শান্তির আলয়ে পঁহুছিতে গেলে আমাদিগকে বৈরাগ্য নদী না পার হইয়া যাইবার যো নাই। এপারের বিষয় কোলাহলে সে শান্তিলাভ করিতে পারা যায় না। তাই প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা বৈরাগ্যের স্রোতে না ভাসিয়া থাকিতে পারেন না; শান্তিপারে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে বৈরাগ্যের সহিত একেবারে সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন করিতে মনুষ্য কোনরূপেই সক্ষম হয় না। শান্তিধামে যাইতে মনস্থ করিলেই আমাদিগকে বৈরাগ্য উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। গঙ্গাস্রোতের ন্যায় বৈরাগ্যস্রোত অনবরতঃ বহমান হইয়া যাইতেছে। শান্তিপারে যাইবার জন্য কেহ সাঁতার দিবার চেষ্টা করিতেছে, কেহ তরী প্রভৃতি ব্যবহার

করিতেছে। যে পার হইতে না পারে, সে স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অকূল-পাথারে পতিত হয়। যে কোনরূপে পারে যেতে পারে সেই বেঁচে যায়। অনেকে এই বৈরাগ্যের উপর কটাক্ষনেত্রে দৃষ্টিপাত করেন—উপহাস করেন, জানেন না তাহার স্রোতে যখন পড়া যায় তখন তাহার কি বেগ, তাহাতে ক্ষণমাত্রে সমস্ত বিষয় আবেগ ভাসাইয়া লইবার চেষ্টা করে।

যাঁহারা বৈরাগ্য কথা লইয়া বৃথা উপহাস করেন আমার বোধ হয় তাঁহারা তাহার প্রকৃত মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, বিষয়মোহগ্রস্ত জনেই তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে।—বিশ্বের মহান অনুরাগলাভ করিতে হইলে বৈরাগ্য সঙ্গ চাই-ই। যাহার প্রাণ বৈরাগ্যলাভ করে সে মহত্ত্ব লাভ করে, প্রাণের প্রাণকে লাভ করিতে তাহার বিলম্ব নাই। যাঁহার মনে বৈরাগ্য ক্রীড়া করে তাঁহারই অন্তরে নিঃস্বার্থপরতা, সরলতা ও প্রকৃত দয়াবৃত্তি বিরাজ করে। সেই-ই সাধু। এই হেতু মহত্ত্বলাভ করিতে গেলে, মূল কথা বৈরাগ্য নদী পার হইতেই হইবে। প্রথম হইতেই এই নদী পার হইতে আমাদিগকে অভ্যাস করা উচিত, অভ্যাস করিতে করিতে তাহার সহজ উপায় আমাদিগের বাহির হইয়া পড়ে। অভ্যাসবলে সকলই আয়ত্ত সম্ভব। শাস্ত্রে বলিয়াছে সম্বিদং লভতেভ্যাসাৎ যোগোভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে। "কালবঞ্চন মভ্যাসাৎ তথা মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ।" অভ্যাস বশেই সম্বিৎলাভ হয়, অভ্যাসেই যোগ-প্রবৃত্তি জন্মে, অভ্যাসবশেই কালকে পরাজিত ও মৃত্যুকে জয় করা যায়।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে কহিতেছেন "অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং। অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥" হে ধনঞ্জয় যদি আমাতে মনস্থির রাখিতে সমর্থ না হও, তাহাহইলে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাস যোগদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর। কিন্তু এই অভ্যাসও আবার অত্যন্ত শ্রমসাধ্য; ইহা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। সকলের পক্ষে ইহা সহজ সাধ্য নয়। এই অভ্যাসেরই চরম কর্ম্মফল ত্যাগ। গীতায় আছে শ্রেয়োহিজ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তি নিরন্তরং॥

"জ্ঞানহীন অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, আবার ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ এবং এই ত্যাগ হইতেই শান্তিলাভ হয়।" এই ত্যাগেই

অমৃত লাভ হয় "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ। এখন যে ত্যাগে শান্তি অমৃতলাভ হয় সে ত্যাগ কি মানুষের বাঞ্ছনীয় নয়? কিন্তু বৈরাগ্য বিনা এ ত্যাগ কখনই সাধিত হয় না। সুতরাং এ ত্যাগ করিতে গেলে বৈরাগ্য যোগ অভ্যাস চাই। এ ত্যাগ বড়ই দুরূহ বিষয়। এই ত্যাগশিক্ষার্থেই ধর্ম্মাত্মারা লোকদিগকে বৈরাগ্য সঙ্গীতের দ্বারা সহজে উত্তেজিত করিতে পারেন। এই ত্যাগের জন্য বৈরাগ্যময় ধর্ম্মসঙ্গীতের বিশেষ আবশ্যক।

স্বতই এই প্রয়োজনে প্রণোদিত হইয়াই রাজা রামমোহন রায়ের সময় গুণীজনেরা ব্রহ্মসভাকে প্রধানতঃ বৈরাগ্যময় ধর্ম্মসঙ্গীতের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বৈরাগ্যপূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গীতের জন্যই রামমোহন রায়ের সময়কার ব্রহ্মসভার সঙ্গীত বড়ই প্রসিদ্ধ, চিত্তাকর্ষক ও গুরুগম্ভীর। তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন মজুমদার ও টাকির মুন্সি কালিনাথ রায় মহাশয় এই তিন জনের গান প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া আমার বোধ হয়। তন্মধ্যে বিশেষত কবি কৃষ্ণমোহন মজুমদার মহাশয়ের "তুমিকার কে তোমার" এই গানটীর মত স্বাভাবিক, ললিত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বৈরাগ্য ব্যঞ্জক গান ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে কি না সন্দেহ। রাজা রামমোহন রায়ের "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" এই গানটী যদিচ বিশেষরূপে বৈরাগ্যোদ্দীপক; ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রণোদক কিন্তু বড় বিভীষিকার চিত্র সম্মুখে উপস্থিত করে। পরন্তু "তুমি কার কে তোমার" এই গানটী কেমন সরল ও ললিত ভাষায় বৈরাগ্য চিত্র। "মায়াবশে রসোল্লাসে" এটী কালীনাথ রায় মহাশয়ের গান। এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মসঙ্গীতটীও মোহমায়াময় বিষয়ে বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত করে বটে; কিন্তু "তুমি কার কে তোমার" এই গানটীতে যেমন সহজ রচনা কৌশলের সঙ্গে বিশ্বের কি এক উদার উদাসভাব দীপ্তি পাইয়া উঠে এমনটী তাহার মধ্যে নাই। এই গানটীর মধ্যে কেমন এক উদাস স্বপ্নময় আলোছায়ার সমাবেশ বিদ্যমান। গানটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

তুমি কার কে তোমার কারে বল হে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন,
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন।
প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্যনিরঞ্জন।

নানাপক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন।

ইহা কবি কৃষ্ণমোহন মজুমদারের বৈরাগ্য পূর্ণ গভীর অন্তরের উপযুক্ত গানই বটে। তাঁহার প্রাণ বড়ই বীতস্পৃহ ছিল। তিনি একজন প্রকৃত আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধায়ী ছিলেন। আত্মা ছাড়িয়া দিলে যে এসংসার কিছুই নহে তাহা তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতেন। তিনি গাহিয়াছেন "হে মন কর আত্মানুসন্ধান। রবিজ ভয় রবেনা রবেনা, পঙ্কজ দল জল, ইহ জীবন চঞ্চল, ধনজন চপলা সমান, রবেনা রবেনা।" কিছু পরে আবার বলিয়াছেন "এখনি হইবে সুখী, অন্তরে আত্মারে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান, ভুলনা ভুলনা।" অন্তরের অন্তরাত্মাকে দেখিবার জন্ত তাঁহার গানে একান্ত লালসা কেমন প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তরাত্মাকে না বুঝিতে পারিলে সংসারে কি বুঝা হইল। এই আত্মদর্শনের ভাব বীজরূপে তাঁহার অন্তরে পূর্ব্বাবধিই বিদ্যমান ছিল, তাঁহার কৃষ্ণবিষয়ক গীতি দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায়, পরে সেই ভাবটি নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে ফুটিয়া উঠিল; তিনি আত্মদর্শনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এই বিচিত্র জগতে সেই অদ্বিতীয় এক পরমাত্মার সেই প্রকৃত সত্যনিরঞ্জনের জ্যোতির তুলনায় তাঁহার কাছে এই প্রপঞ্চ জগত স্বপ্নময় মিথ্যা মায়াময় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।—সূর্য্যালোকের কাছে প্রদীপ যেরূপ না থাকার মধ্যেই দেখায়, সেইরূপ তাঁহার কাছে প্রপঞ্চ জগৎ মনে হইতে লাগিল। তিনি সেই অদ্বিতীয় একত্বে ডুবিয়া গেলেন। অন্তিমকাল পর্য্যন্ত এভাব তাঁহাকে আর ছাড়িল না। তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবকে বলিয়াছিলেন "আমাকে একমেবা-দ্বিতীয়ং একমেবাদ্বিতীয়ং ব'লে নিয়ে যেও।" ব্রাহ্ম সমাজে এটী কাহারও মনে উদয় হয় নাই। এটা দেখিতেছি যথার্থ মৌলিকভাব। পশ্চিমে রাম

নামের প্রতি ভক্তির প্রভাবে মৃত্যুকালে রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক লইয়া যাইবার প্রথা আছে; বাঙ্গালায় হরিনামের প্রতি (বিশেষতঃ চৈতন্যের উদয় হইতে এই নামের প্রতি ভক্তিপ্রাবল্য বঙ্গদেশে জাগিয়া উঠে।) ভক্তির আধিক্য থাকায় বঙ্গদেশে মৃত্যুকালে হরিবোল বলিয়া লইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য, যে ওঁ ব্রহ্ম নাম মুমূর্ষু হিন্দুকে হিন্দুর দেশে শুনাইবার প্রথা আছে সেই এক অদ্বিতীয় নাম কিন্তু মৃত্যুকালে উচ্চারিত হয় না। বড়ই কৌতুকাবহ যে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কাহারও মনে এটী উদয় হয় নাই। এখানে একটী কথা আছে যে মৃত্যুকালে যে কোন ব্রাহ্ম রাম হরি প্রভৃতি কথায় দোষ আছে মনে করেন তাহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য যে তাঁহারা হয় ওঁ, নয় ওঁ ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম কথাটীর সহিত অভয় যোগ করিয়া উপনিষদের ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং বা একমেবাদ্বিতীয়ং এই কয়টী কথার মধ্যে যে কোন কথা ব্যবহার করিতে পারেন। এইরূপ যদি বর্ত্তমানে উন্নতিশীল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও মনে জাগিয়া উঠিত, তাহাহইলে হয় তো তাঁহারা আরও গণ্ডীবদ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহারা হিন্দুসমাজের বক্ষে থাকিয়া মৃত্যুকালেও পার্থক্য জাগাইয়া দিয়া হয়ত নহিত বিবাদ বিসম্বাদাদির সূত্রপাত করিতেন। ভালই হইয়াছে যে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও মনে এতদিন পর্য্যন্ত এ ভাব উদয় হয় নাই। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বড়ই অদ্ভুত রকমের গোঁড়ামী প্রবেশ করিয়াছিল। অধিক গোঁড়ামীতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা।—ঐরূপ মৃত্যু কালীন বোল হিন্দু ও ব্রাহ্মের মধ্যে মহা ব্যবধান জাগাইয়া তুলিত। হিন্দুর প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক ভাবের আধার ব্রহ্মনামসম্পদ আরও অনেক বিপদের কারণ হইয়া উঠিত। কবি কৃষ্ণমোহন মজুমদারের মন হিন্দুশাস্ত্রের গভীরতার দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট থাকায়, তিনি হিন্দুশাস্ত্রের উচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মৃত্যুকালে উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ং মন্ত্র বলিতে বলিতে তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে বন্ধুবান্ধবকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার এ পরামর্শ তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা কেহই অবহেলা করেন নাই।

তাঁহার সময়কার লোকে তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার কথানুযায়ী বন্ধুবান্ধবেরা মৃত্যুকালে ঐরূপ করিয়া ঐ "একমেবাদ্বিতীয়ং একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া গুরুগম্ভীর ছন্দে, শোকার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার মৃত দেহ

লইয়া কলিকাতার পথ দিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহাকে নন্দলাল ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীর নিম্ন দিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার সময় নন্দলাল ঠাকুর ও তাঁহার বাড়ীর সকলেই একমেবাদ্বিতীয়ং একমেবাদ্বিতীয়ং ঐরূপ নূতন শব্দ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যক্তিটা কে?" শুনিলেন কৃষ্ণমোহন মজুমদার! শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন। পথের লোকসকল, ঐ নূতন নাম শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া গিয়াছিলে!—বলিল "এমন তো শুনি নাই, এ যে নূতন নাম বারক'রেছেন।" যাই হোক অন্তিমকালে লইয়া যাইবার সময় এ নূতন নামের ব্যবস্থায় বাহাদুরী আছে। ইহা কৃষ্ণমোহন মজুমদারের ন্যায় লোকের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। তিনি বড় স্পষ্ট লোক ছিলেন। যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার হৃদয় সোজাপথে যাইতে চেষ্টা করিত। তিনি বড় স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। শুনিয়াছি তখনকার সময়ের সব বড় মানুষেরা তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিয়া চলিতেন, বলিতেন "কি কর্‌লে কি বল্‌বে। কি ধর্‌তে কি ধরবে।" সকলেই ত্রুটি ভয়ে তাঁহার কাছে আকুল হইত। তাঁহার সময়ে সকল গণ্য মান্য লোকেরা তাঁহাকে যেমন ভয় ও সম্ভ্রমের সহিতে দেখিতেন, সেইরূপ অতিশয় প্রীতি ও সম্মান চক্ষে ও দেখিতেন।—কৃষ্ণমোহন খুব পণ্ডিত ছিলেন; ফার্সি, ইংরাজী ও সংস্কৃত জানিতেন, আর কবিও ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় কবি কৃষ্ণমোহন মজুমদারকে বড় মান্য করিতেন। কবি কৃষ্ণমোহন মজুমদারকে সকলেই তখন সমাদর করিতেন; তাঁহাকে অনেক ধনী ও বড় লোকেরা অর্থ সাহায্য করিতেন। লেখকের গোষ্ঠীর নন্দলাল ঠাকুর মহাশয়ের কাছে তিনি অমনি মাসহারা পাইতেন; পূজ্যপাদ প্রপিতামহ দেব দ্বারিকা নাথ ঠাকুরও তাঁহাকে অমনি মাসহারা দিতেন। নবীন সিংহ, গোবিন্দ বসু, রামদুলাল সরকার এবং রাধাকৃষ্ণ বসাক মহাশয় (ইনি Government treasuryর দেওয়ান ছিলেন) ইঁহারা সকলেই তাঁহাকে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিতেন। কবি কৃষ্ণমোহন কাহারও কাছে চাকুরী করিতেন না, কিন্তু সকলের সঙ্গে মাসের মধ্যে দেখা করিতেন। সকলেই তৎকালে তাঁহার স্বাধীন ভাব, বৈরাগ্যপূর্ণ অন্তঃকরণ, তত্ত্বজ্ঞান এবং কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীতে মুগ্ধ ছিলেন। সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ও শ্রদ্ধা ভয় করিতেন কিন্তু তিনি কিছুতেই সেরূপ

আকৃষ্ট ছিলেন না ও তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব নির্ভীক ভাব জাগ্রত ছিল। তিনি নির্ভয়ে গাহিতেন।

" হে মন কর আত্মানুসন্ধান রবিজভয় রবেনা রবেনা।"

আমরাও এই মোহময় ভয়ানক সংসারে তাঁহার গানে সায় দিয়া না গাহিয়া থাকিতে পারিতেছি না

"হে মন কর আত্মানুসন্ধান রবিজভয় রবেনা রবেনা।"

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পারমার্থিক সঙ্গীত।

(সাংখ্য স্বরলিপি)

রাগিনী বিভাস-তাল আড়ঠেকা।

তুমি কার কে তোমার কারে বলহে আপন।
মহামায়া নিদ্রা বশে দেখিছ স্বপন॥
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন।
প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন॥
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশীথে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন॥

তালি। ১ । ২ । ৩ । ০,

মাত্রা। ৪ । ৪ । ৪ । ২, (স্থা) ১, ১ (স্তু) (ভা)॥

(স্থা) :·—সা সা। সা সা সা রে। গা গধা ধা পা।
(স্থা) :·—তু মি। — — কা র। কে তো — —।

২ ২
প্সা ধ্সা ধা পা। মপা গা গা গা। গা গা গা গপা।
— — মা —। —— — —র্ কা। রে ব ল হে।

গা গা গা গা। গমা রে রগা রে। সা সা সা সা।
আ — — —। — প্ ন —। — — — ম।

২
ধা ধা ধা ধা। ধ্সা ধা ধা ধা। ধা পা পা ধা।
হা মা — য়া। নি দ্রা — —। — — ব —।

২............... ২
ধপা সা সপা পা। ধা ধ্সা ধা ধা। ধপা ধা ধা পা।
শে — — দে। খি ছ স্ব —। প — — —।

২ ২
প্সা৩৪ নি২৪ সা ধা পা। "গা গা (স্থা-পু):·—গপা। গা৩৪ রে১৪"।
— — — ন —। — — (স্থা-পু):·—তু। মি —।

অথবা। "গা (স্থা-পু):·—গপা গা গা১২ রে১২"। রগা রে সা রে।
অথবা। "— (স্থা-পু):·—তু মি — —"। — — কা র।

২ ২
গা গধা ধা পা। প্সা ধ্সা ধা পা। মপা গা গা (স্তু):·—
কে তো — —। — — মা —। —— — — (স্তু):·—

২.. ২................................
পা। ধা সা সা সা। রে সা সা নি। সা সা সা +
র। জু তে — হ। য় যে — —। — ম ন

... ২..
সা১২ নি১২। সা৩ সা। রে রে+রে রে। রে রে সা১২ রে১২
— —। — ভ্র। মে অ — হি। দ র — —

....

গা। +গা গ্পা গা,গা। রে সা ধা$^{১}_{২}$ পা$^{১}_{২}$ পা। ধা ধা২
—। — শ ন। — — — — প্র। প ঞ্চ

২
ধা ধ্সা ধা+ধা+ধা। +ধা ধ্নি ধা২। +ধা পা২ পা। ধা২
জ গ ত — —। — মি থ্যা। — — স। ত্য

২...... ২
ধ্সা সা। পা$^{১}_{২}$ ধা$^{১}_{২}$+ধা পা সা। ধা পা গা২। গা গা
নি র। ঞ্জ — — — —। — — —। — —

(স্থা পু) গ্পা গা২ (ভো-প্র):—সা। সা সা সা রে। গা গ্ধা
(স্থা পু) তু মি (ভো-প্র):—না। না প — ক্ষী। এ ক

২
ধা ধা। ধ্পা পা প্সা ধা। ধা পা গা গ্পা। ⌒ম্পা গা
— —। — বৃ ক্ষে —। — — — নি। শী থে

গা গা। গ্পা গা গা গা। গ্মা রে র্গা রে। র্সা সা সা
— বি। হ রে — —। — সু খে —। — — —

সা। স্ধা ধা ধা ধা। নি ধা ধা ধা। ধা পা পা ধা।
প্র। ভা ত — হ। ই লে — —। — — দ —।

২.................. ২
ধ্সা সা স্পা পা। ধা ধ্সা ধা ধা। ধ্পা ধা ধা পা।
শ — — দি। কে তে গ —। ম — — —।

২ ২
প্সা ধ্সা ধা পা$^{১}_{৪}$ ⌒মা$^{১}_{৪}$ পা$^{১}_{২}$। গা রে সা পা
— — — — — —। ন — — তে

২.............................. ২.......... ২.........
ধা সা সা সা। স্রে সা২ নি। সা২ সা$^{৩}_{২}$ নি$^{১}_{২}$। সা৩ সা।
ম নি — জা। নি বে —। — স —। বৃ ত্ত।

রে রে রে রে। রে রে সা$^{১}_{২}$ রে$^{১}_{২}$ গা।+গা গ্পা গা২।
মা ত্য ব ন্ধু। বা — — — —। — ন্ধ ব।

রে সা ধা$^{১}_{২}$ পা$^{১}_{২}$ পা। ধা ধা২ ধা। ধ্নি ধা৩।+ধা ধা ধ্নি
— — — — স। ম য়ে প। লা বে। — তা রা

২
ধা। ধ্নি পা২ পা। ধা ধ্সা$^{৩}_{২}$ পা$^{১}_{২}$ প্নি। ধা৩ পা।
। — — কে। ক রে — বা। র —।

২
সা$^{৩}_{৪}$ নি$^{১}_{৪}$ সা ধা পা। গা২ (স্থা-পু) ∴ গ্পা গা$^{৩}_{৪}$ রে$^{১}_{৪}$। গা রে
— — — ন —। — (স্থা-পু) ∴ তু মি —। — —

২ ২
সা সা রে। গা গ্ধা২ পা। সা$^{৩}_{৪}$ নি$^{১}_{৪}$ সা ধা২। পা৩
রে কা র। কে তো —। — — — মা। —

(ভো-দ্বি) ∴ — সা। সা সা সা রে। গা২ ধা২। +ধা পা
(ভো-দ্বি) ∴ — কো। থা কু সু ম। চ —। — —

২ ২
প্স$^{৩}_{৪}$ নি$^{১}_{৪}$ সা। ধা পা গা গা। গা গা গা গ্পা। গা৪।
ন্দ — —। ন — — ম। নি ম য় আ ভ।

+গা$^{১}_{২}$ রে$^{১}_{২}$ রে র্গা রে। সা৩ সা। ধা ধা২ ধা। "ধ্নি" বা
— — র ণ —। — কো। থা বাঁ র। হি বা

২ ২
"ধ্সা" ধা৩। ধা পা পা ধা। ধ্সা$^{৩}_{২}$ পা$^{১}_{২}$ পা। ধা "ধ্নি"
হি বে। — — ত —। ব — প্রা। ণ প্রি

২ ২ ২
বা "ধ্সা" ধা২। ধ্পা ধা২ পা। সা$^{৩}_{৪}$ নি$^{১}_{৪}$ সা ধা২। পা৩ পা।
প্রি য়। জ — —। — — — ন। — ধ।

ধা সা নি সা রে সা। সা সা সা নি। সা২ সা
ন যৌ — — । ব ন — —। — মা

নি। সা৩ সা। রে রে রে২। রগা রে সা রে গা।
। ন্ কো। থা ব বে। অ ভি — — —।

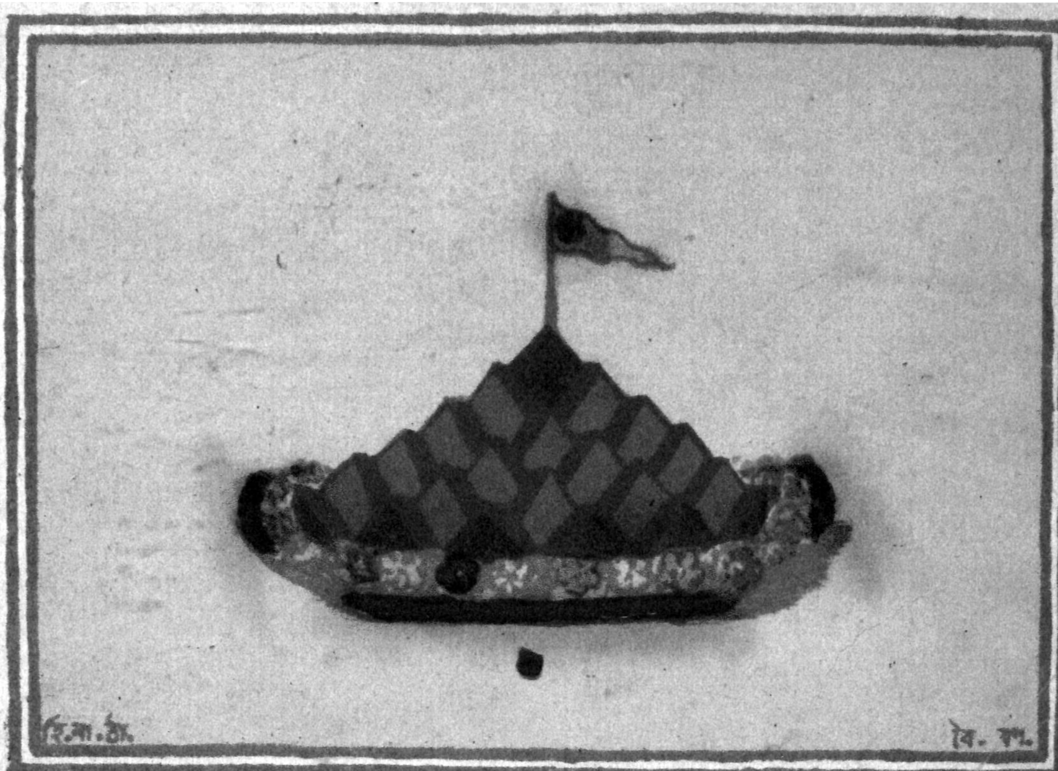
+গা গ্পা গা২। রে সা ধা পা পা। ধা ধা২ ধা।
— মা ন। — — — — য। থ ন ক।

ধ্নি ধা৩। +ধা পা পা ধা। ধ্সা২ +সা পা পা।
রি বে। — — গ্রা । ম — — নি।

ধা ধ্সা ধা২। ধ্পা ধা২ পা। প্সা নি সা ধা পা।
টু র শ। ম — —। — — — ন —।

গা২ (স্থা-পূ) :—গ্পা গা রে। গা রে সা রে। গাঃ
— (স্থা-পূ) :— তু মি —। — — কা র। কে

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।



বিলা সাগর বজর চি।

বিদ্যাসাগর বরফি। *

উপকরণ। খোলাসমেত কাঁচা কলাইশুটি দুই সের, দোবারা চিনি সাড়ে চার পোয়া, জল আধ সের, মেওয়া অর্থাৎ ডেলা বা খোয়া ক্ষীর এক পোয়া, খোলা শুদ্ধ বাদাম এক সের (খোলা ছাড়ান বাদাম এক পোয়া), ঘি দেড় পোয়া, ভাল গোলাপ জল আধ ছটাক, ভাল গোলাপী আতর দুতিন ফোঁটা, রূপার পাতা বার চৌদ্দ খানা, দুধ এক ছটাক।

প্রণালী।—পূর্ব্ব দিনে কলাইশুটি আনিয়া তাহার খোলা ছাড়াইয়া দানা বাহির কর। তারপরে আবার এই দানা একটি একটি করিয়া টিপিয়া তাহার খোসা ছাড়াইয়া ডাল গুলি বাহির কর। যদি কচি নূতন কলাইশুটি হয় তাহা হইলে এইরূপে দানাগুলির আবার খোসা ছাড়াইবার আবশ্যক নাই, খোসা সুদ্ধই রাখিয়া দিবে। ডাল বহির করা হইলে ওজন করিয়া দেখিবে কত হইল। প্রায় সাড়ে তিন পোয়া কি চার পোয়া হইবে। আর যদি বড় কলাইশুটির সহিত কচি কলাই শুটি মিশান থাকে তাহা হইলে ওজনে প্রায় আড়াই পোয়া কি আধ সের হইবে। সুতরাং বেশ এক সমান বড় ও টাটকা দেখিয়া কাঁচা কলাইশুটি লইবে।

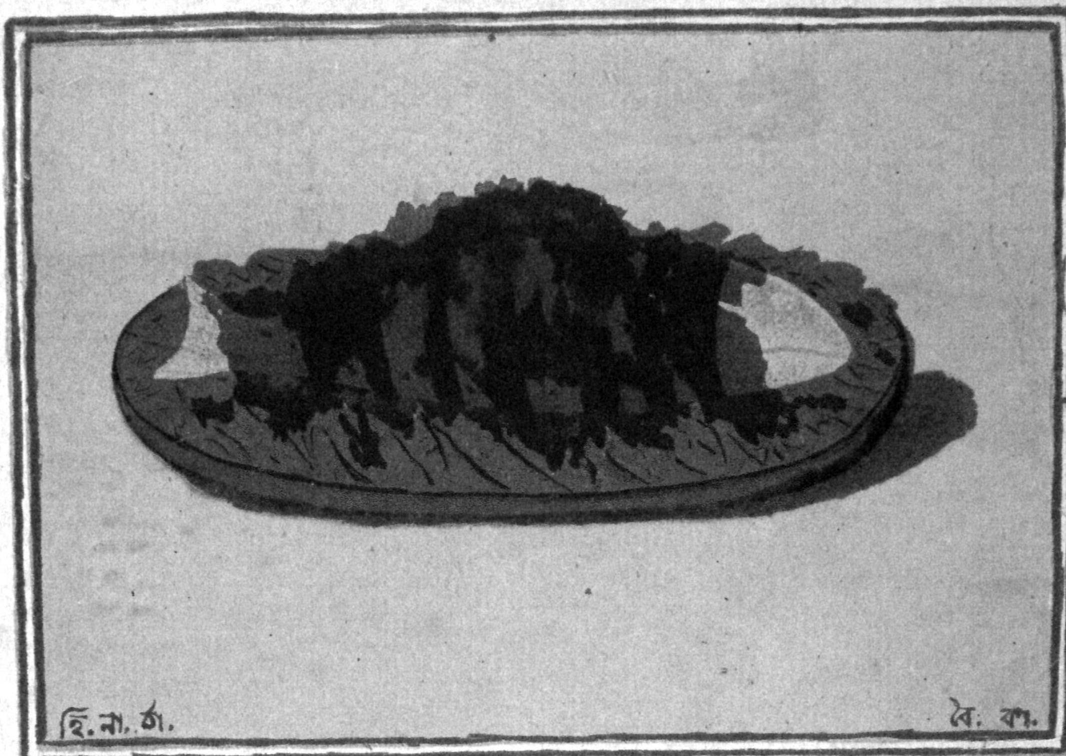
---

* বিদ্যাসাগর বরফি দেখিতে অবিকল পেস্তার বরফির মত এবং খাইতে সেইরূপ বা তদপেক্ষা সুমিষ্ট। পেস্তার বরফি গুরুপাক ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া সকলের সহ্য হইতেও না পারে কিন্তু আমাদিগের বিদ্যাসাগর বরফি উহাপেক্ষা অনেক পরিমাণে লঘুপাক ও পেটঠাণ্ডা রাখে, ইহা আমরা প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া ইহার নাম বিদ্যাসাগর বরফি রাখিয়াছি। এই বরফিটী "সাহিত্য সমাজের" কোন বিশেষ অধিবেশনে গণ্যমান্য সভ্যগণকে খাওয়ান হইয়া ছিল। গত বৎসরে সীমান্ত সমরের কালে পেস্তা প্রভৃতি দুর্লভ ও মহার্ঘ হওয়ায় সেই অবধি আমরা পেস্তার বরফির পরিবর্ত্তে "বিদ্যাসাগর বরফি" প্রচলিত করিয়া আসিতেছি। আশ্চর্য্য এই যে দেখিয়া এবং খাইয়া সকলেই ইহাকে উৎকৃষ্ট পেস্তার বরফি বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

সাড়ে তিন পোয়া কলাইশুটির ডাল মিহি করিয়া পিষিতে দিবে। বাদামের খোলা ভাঙ্গিয়া বাদাম বাহির করিয়া ওজন করিয়া এক পোয়া লও। আমরা দেখিয়াছি এক সেরটাক খোলা ওয়ালা বাদাম ভাঙ্গিলে তবে প্রায় এক পোয়াটাক হইবে। বাদাম গরম জলে ভিজাইয়া তাহার খোসা উঠাইয়া ফেল এবং মিহি করিয়া পিষিয়া রাখ। মেওয়া বা ক্ষীর হাতে করিয়া মাড়িয়া রাখ।

এইবারে রস পাক করিতে হইবে। সাড়ে তিন পোয়া চিনিতে দেড় পোয়া জল দিয়া একটি কড়ায় করিয়া উনানে চড়াইয়া দেও। ক্রমে রস ফুটিয়া উঠিলে আধ পোয়া জলে এক ছটাক দুধ মিশাইয়া দুতিন বারে ঢালিয়া দাও। ক্রমে ক্রমে গাদ উঠিতে থাকিলে ঝাঁঝরি করিয়া ছাঁকিয়া গাদ উঠাইয়া ফেল। রস যখন তিন তারবন্দের পাক হইবে অর্থাৎ খুব গাঢ় হইবে তখন নাবাইবে অর্থাৎ প্রায় যখন সাড়ে তিন পোয়াটাক রস থাকিবে তখন নামাইয়া ফেলিবে। এই রস হইতে প্রায় পনের কুড়ি মিনিট সময় লাগিবে।

এইবারে একটি কলাই করা বা পিত্তলের পরিষ্কার কড়াতে দেড় পোয়া ঘি চড়াইয়া দাও। তিন চার মিনিট পরে ঘিয়ের ধোঁয়া বাহির হইলে কড়া নামাইয়া ফেল এবং এই ঘিয়ের উপরে বাঁটা কলাইশুটি ছাড়। খুন্তি দ্বারা ঘিয়ের সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দাও তাহা না হইলে তলায় লাগিয়া যাইবে। আবার কড়া উনানে চড়াইয়া দেও। এই সময়ে উনানের আঁচ অপেক্ষাকৃত মন্দা হইলেই ভাল। খুন্তি দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকে। প্রায় মিনিট পনের পরে যখন কলাইশুটির রং গাঢ় সবুজ হইয়া আসিবে এবং ইহার কাঁচা হালসেটে গন্ধ চলিয়া যাইবে তখন রসটা ইহার উপরে ঢালিয়া দিবে। বরাবর ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। ইহার প্রায় মিনিট পনের পরে মোটা ফুট ফুটিতে আরম্ভ হইলে ইহাতে মেওয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দাও। ক্রমে খুন্তিদিয়া নাড়িয়া মেওয়া ইহার সহিত মিলাইয়া ফেল। ঘন ঘন নাড়িতে নাড়িতে প্রায় মিনিট কুড়ি পরে যখন দেখিবে অনেকটা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে তখন বাঁটা বাদাম ও অবশিষ্ট এক পোয়া শুক্না চিনি ইহাতে ঢালিয়া দাও। আবার খুন্তি দিয়া সবটা ভাল করিয়া মিশাইয়া ফেল। ক্রমাগত ঘন ঘন নাড়িতে থাক, দেখ যেন তলায় একটুও লাগিয়া যায় না। আরো প্রায় মিনিট কুড়ি পঁচিশ পাক হইলে পর যখন দেখিবে বেশ তাল বাঁধিয়া আসিয়াছে তখন গোলাপ জলে



বমুন্দি মাছ ।

আতর গুলিয়া ইহাতে ঢালিয়া দেও। দু একবার নাড়িয়া নামাইয়া ফেল। একটি বড় থালার ন্যায় পাত্র আনিয়া তাহার উপরে ঢালিয়া ফেল। চারিধার সমান করিয়া দাও। এখন ইহার উপরে রূপার পাতা বিছাইয়া দাও। একেবারে ভাল করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে বরফি কাটিবে।

ছাড়ান সাড়ে তিন পোয়া কলাই শুটিতে প্রায় দুই সের দেড় পোয়া ওজনের জিনিশ হইবে। জল মরিয়া যাওয়ায় ওজনে তত বেশী না হইলেও ইহাতে বরফি অনেক গুলি হইবে।

ভোজন বিধি। জলপানে অথবা ভাতের পরে আমাদের দেশে যেমন মিষ্টান্ন দেওয়া প্রচলিত সেই সময়ে এই বিদ্যাসাগর বরফি দিলে সুন্দর হয়। আত্মীয় কুটুম্বদিগের নিকট বিদ্যাসাগর বরফি তত্ত্ব পাঠাইতে ভাল। পাশ্চাত্য ডিনারেও পুডিং প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বিদ্যাসাগর বরফি দেওয়া চলে।

ব্যয়। কলাইশুটি দেড় আনা, দোবারা চিনি সাড়ে চার আনা, মেওয়া প্রায় তিন আনা, খোলাওলা বাদাম বার আনা, ঘি ছয় আনা, রূপার পাতা তিন আনা প্রায় দুই টাকা খরচ হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

কাসুন্দি মাছ।

উপকরণ। একটি আধসের ওজনের ভেটকী মাছ, আদা একতোলা, পেঁয়াজ পাঁচ ছয়টী (পেঁয়াজ ইচ্ছামত না দিলেও হয়), সরিষা আধতোলা, শুকালঙ্কা তিন চারিটা, গোলমরিচ গুঁড়া সিকি তোলা, রাই সিকি তোলা, নুন প্রায় পোন তোলা, পাতি বা কাগচিনেবু একটা, দই আধ ছটাক, রসুন তিন চার কোয়া (ইচ্ছামত না দিলেও হয়), কাসুন্দি আধ ছটাক, ঘি এক ছটাক।

প্রণালী। আদা, পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা ও শুকা লঙ্কা মিহি করিয়া পিষিয়া একটী পাত্রে রাখ। ইহাতে রাই, গোলমরিচ গুঁড়া, নুন, নেবুররস, কাসুন্দি, দই, ঘি সব একত্রে মিশাও।

মাছটী আনিয়া রাখ। প্রথমে ইহার ডানা কাটিয়া ফেল, তারপরে আঁশ

ছাড়াইয়া ফেল। এইবারে গলার কাছে একটু চিরিয়া সমুদয় তেল ও কান-কোর ভিতর হইতে ফুলকো টানিয়া বাহির করিয়া ফেল।

মাছটাকে রগড়াইয়া রগড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেল। মাছের দুই পিঠে আড় ভাগে দুতিন স্থানে চিরিয়া চিরিয়া দাও। পূর্ব্বে যে মশলা, দই ও কাসুন্দি প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছ তাহা আন। এবং উহা মাছের চেরা স্থানের ভিতরে একটু আধটু যা ধরে ঢুকাইয়া দাও। তার পরে মাছের মুখের ভিতরে এবং গলার থলিতে (যেখান হইতে তেল ইত্যাদি বাহির করা গেছে) তাহার ভিতরে ঠেসিয়া এই মশলা পোর। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে মাছের উপরে নীচে মাখিয়া একটী কলাপাতাতে বা পাঁচ ছয়টী লাউ বা কুমড়া পাতাতে ভাল করিয়া জড়াইয়া একটি দড়ি দিয়া বাঁধ।

এইবারে উনানের উপরে তাওয়া বা গ্রীলদানি (Gridiron যাহাতে রুটী তোষ করে।) চড়াইয়া তাহার উপরে কাসুন্দি প্রভৃতি মিশ্রিত মশলামাখা মাছটি রাখ। কলাপাতের এক পিট শুকাইয়া কাল হইয়া আসিতেছে দেখিলে আর এক পিট উল্টাইয়া দিবে। কলাপাত অল্প অল্প পুড়িয়া আসিতেছে দেখিলে এবং ইহার কাঁচা রং চলিয়া গেলেই বুঝিতে পারিবে যে কাসুন্দি মাছ প্রস্তুত হইয়াছে। তবু একটা কাঠি দিয়া ল্যাজার দিকে, বিঁধাইয়া দেখিবে মাছ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে কি না। ইহা সিদ্ধ হইতে প্রায় মিনিট পনের কুড়ি লাগে।

ইলিশ, মিরগেল প্রভৃতি অন্যান্য মাছেরও কাসুন্দি মাছ হইয়া থাকে।

ভোজন বিধি।—ইহা ডাল ভাতের সঙ্গে খাও বেশ লাগিবে। আটার রুটি মাখম পাঁউরুটিরও সহিত কাসুন্দি মাছ খাইতে বেশ লাগে।

গুণাগুণ।—ভাকুটো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ। (রাজবল্লভ) ভেটকী মাছ মধুর, শীতল, ধাতুপুষ্টিকর, শ্লেষ্মকারক ও গুরুপাক। কাসুন্দি মাছ মুখপ্রিয় ও রুচিকর।

ব্যয়। মাছ প্রায় আনা তিন, অন্যান্য খুচরা মশলা পাঁচ ছয় পয়সা, ঘি চার পয়সা, আন্দাজ আনা ছয় খরচ পড়ে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

দয়ে বড়া।

উপকরণ। কাঁচা মাষকলাইডাল এক পোয়া, নুন প্রায় সওয়া তোলা, কাঁচা লঙ্কা দুতিনটী, শুক্না লঙ্কা তিন চারিটী, মৌরী সিকি তোলা, কাল জীরা সিকি তোলা, হিং দুতিন রতি, জীরা সিকি তোলা, দই প্রায় তিন পোয়া, চিনি আধ ছটাক, সরিষার তেল এক পোয়া।

প্রণালী। পূর্ব্বদিন রাত্রে ডালগুলি ভিজাইতে দিবে। পরদিন সকালে ধুইয়া ডালের খোসা উঠাইয়া ফেলিবে। ডালগুলি বাঁটিয়া লইবে। তিনবার কি চার বার বাঁটিলেই হইবে। তারপরে এই বাঁটা ডালে অতি সামান্য জল আছড়া দিয়া বারংবার ফেনাইতে থাকিবে। ফেনাইতে ফেনাইতে যখন দেখিবে ডাল বেশী হালকা হইয়া আসিতেছে ও শাদা হইয়া গিয়াছে তখন সেই ফেনান ডাল এক টোপ লইয়া এক বাটী জলে ফেলিয়া দেখ যদি ভাসিয়া উঠে তো বুঝিবে ডাল ফেনান ঠিক হইয়াছে।

আগে দইটা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। বেশ গাঢ় থকথকে দেখিয়া দই আনিবে। দইটা যেন টক্ হয়। একটি পাথরে দই ঢালিয়া হাতে করিয়া ফেনাইয়া লও। ইহাতে চিনি, এবং প্রায় বার আনি ভর নুন মিশাইয়া রাখ। এখন আর দয়ে অন্য কিছু মিশাইতে হইবে না।

এবারে দইয়ের জন্য জীরা কাঠ খোলায় চমকাইয়া গুঁড়াইয়া রাখ।

কাঁচা লঙ্কা কয়টি কুঁচাইয়া রাখ। হিংটুকু একটু জলে ভিজাইতে দাও। মৌরী ও কালজীরাগুলি বাছিয়া রাখ। এই গুলি বড়ার মশলা।

এবারে ফেনান ডাল বাঁটা আনিয়া তাহাতে কালজীরা, মৌরি, প্রায় আধ তোলা নুন, গোলা হিং, কাঁচা লঙ্কা কুচি (কাঁচা লঙ্কার পরিবর্ত্তে শুক্না লঙ্কার গুঁড়া দিলেও চলে।) সব একত্রে মিশাও।

একটী কড়াতে এক পোয়া তেল চড়াও। তিন চার মিনিট পরে তেলের ধোঁয়া উঠিলে টোপ টোপ করিয়া বড়া ছাড়। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বড়াগুলির বাদামী রং হইয়া আসিলেই নামাইয়া দইয়ে ফেলিতে হইবে। যখন সব বড়া

ভাজা হইয়া যাইবে তখন দইয়ে বড়া গুলি একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিয়া তাহার উপরে ভাজা জীরা গুঁড়া ও শুক্না লঙ্কা গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া রাখিয়া দিবে। পরদিনে খাইতে দিবে, তাহা হইলে বেশ মজিয়া যাইবে। ইহা বাসী খাইতেই ভাল লাগে।

দয়েবড়া কাঁচা মুগের ডালেরও ভাল হয়।

ভোজন বিধি। জলপানে লুচি, ছোকা প্রভৃতির সঙ্গে দয়ে বড়া খাইতে ভাল।

ব্যয়। দই দশ বার পয়সা, ডাল পয়সা দুই, সরিষার তেল ছয় সাত পয়সা, অন্য মশলা দুতিন পয়সা, আন্দাজ আনা পাঁচের ভিতর হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"। *

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে নহে। কলিযুগের প্রারম্ভে সেই কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই অমূল্য মহাবাক্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন, আজ আমরাও বেদব্যাসের কৃপায় তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। সেই মহাসমরক্ষেত্রে ইহার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা ছিল, আজও ইহার সেইরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রতি মুহূর্ত্তে, ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রতি যুগে; ইহার প্রয়োজনীয়তা ভারতে, ইহার প্রয়োজনীয়তা জগতের সর্ব্বত্র। এই মহাবাক্যটী সমগ্র গীতার সার। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিহিত কৌস্তুভমণি। ঈশ্বর স্বয়ং নিজ দৃষ্টান্তে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিতেছেন। মহামতি ব্যাসদেব ইহারই আদর্শপথে জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য মহাভারতের জলন্ত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করিলেন।

---

* আন্দুল আত্মোন্নতি সভার সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রপঠিত।

আমাদিগের বর্ত্তমান অবনতি কেবল এই মহাবাক্য অবহেলা করিবার কারণেই ঘটিয়াছে। আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা কর্ম্মে অধিকারের প্রতি তত নহে, যত কর্ম্মফলে অধিকারের প্রতি। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়সাগরমন্থনে এই মহাবাক্যের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সময়েও এই একই কারণে ভারত গুরুতর অবনতির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তখনও অধিকাংশ ব্যক্তিরই লক্ষ্য কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম ফলের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। ধর্ম্ম্য উপায়ে রাজ্য অর্জ্জন করিতে গেলে কত যে তপস্যা চাই, কত বুদ্ধি পরিচালনা চাই, জগতের কত মঙ্গল কামনা চাই, দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ সেই সকলের অর্জ্জন চেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক অতি সহজে অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাজ্য লাভরূপ ফললাভের কামনায় মুগ্ধ হইয়াই যত অমঙ্গলরাশি আনয়ন করিলেন। আর বর্ত্তমানে আমরাও কৌরবদিগের ন্যায় অত্যন্ত ফলকামী হইয়াই অবনতির পথে ছুটিয়া চলিতেছি। এই কারণে " কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে " এই মহাবাক্যের সার্থকতা তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনিই আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা সর্ব্বরোগের মহৌষধ।

কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা হইতে মিথ্যারাশি প্রসূত হয় এবং বর্ত্তমানে সকলে যেন তাহাই প্রার্থনা করে। যে বিদ্বান্ নহে, সে বাক্যচ্ছটায় নিজের বিদ্যাবত্তা ফলাইয়া প্রশংসালাভের চেষ্টা করে; যে নির্ধন, সে আপনাকে ধনী; যে ধার্ম্মিক নহে, সে আপনাকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়। বর্ত্তমানের এমনই অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে যে মিথ্যা ভিন্ন সংসার যেন চলিতে চাহে না। সহজ সত্য কথাটী আমরা ভুলিয়া যাই যে মিথ্যা অবলম্বন করিলে আমাদের নিশ্চয়ই পতন—পতন একেবারে অনিবার্য্য, কারণ মিথ্যা সত্য নহে, মিথ্যার অস্তিত্ব নাই। মিথ্যা অবলম্বনে অন্যকে প্রতারিত করিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনার অধিক কিছু নহে এবং আত্মবঞ্চনার অপর নাম আত্মঘাতী হওয়া। প্রতারণা বা আত্মবঞ্চনা করিয়া এপর্য্যন্ত কেহ বড় লোক হইতে পারে নাই; আত্মবঞ্চনা করিয়া এপর্য্যন্ত কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে নাই। মিথ্যাবলম্বনে প্রতারণা বা আত্মবঞ্চনা করিয়া কিছুতেই যে উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের অভ্যুদয় এবং স্পেন প্রভৃতি দেশের দুর্গতি আলোচনা করিলেই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে।

আমাদের ভারতবর্ষে এই সত্যের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অশ্রুসম্বরণ দুরূহ হয়। ভারতের রাজন্যগণ যে ঘোরতর মিথ্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজন বিরোধ করিয়া পরস্পরের প্রতি যেরূপ কপটতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমাদিগের সর্ব্ববিধ পরাধীনতা কি তাহা হইতেই প্রসূত নহে? সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় আমাদের মহাভারতে কেমন জলন্তভাষায় আলিখিত হইয়াছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অনুচিত মায়ার বশীভূত হইয়া স্বীয় পুত্রাদির অবলম্বিত মিথ্যার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহার ফলে তাঁহার শতাধিক পুত্র সেই দীপ্তশিখ মিথ্যাগ্নির আহুতি স্বরূপে নিপতিত হইলেন; অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী সেনা সেই একই অগ্নিতে আহুতি নিক্ষিপ্ত হইল। অবশেষে সত্য পথের পথিক পাণ্ডবেরাই শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় ও ধর্ম্মের বলে রাজ্য লাভ পূর্ব্বক তাহাতে আপনাদেরই বংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। তাই মহাকবি ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন "যথায় যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথায় ধনুর্ধর অর্জ্জুন, আমার বিবেচনায় তথায়ই শ্রী, বিজয়, ভূতি এবং ধ্রুব নীতি"।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতি র্মতি র্মম॥"

সেই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে ভারতে ধর্ম্ম ও নীতির দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিল, সে দুর্ভিক্ষ যে আজও থামিতেছে না! দেশে দেশে, গৃহে গৃহে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে আজ কত না বিরোধ বিবাদ হইতেছে! কিন্তু এই সকলের মূল কোথায়!—সেই কর্ম্মের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাজনিত মিথ্যার পদতলে মস্তক লুণ্ঠন। ভারতের ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিলে দেখা যায় যে এমন সময় গিয়াছে যখন গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া গৃহস্বামী বিদেশে গেলেও গৃহাভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সকল চুরি করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না; আর আজ কিনা গৃহে গৃহে দ্বার সকল কুঞ্চিকাবদ্ধ, গৃহদ্বার মুহূর্ত্তের জন্য খুলিয়া রাখিতে কাহারও সাহস হয় না! অনৃত ভারতের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে—ফলে, বিশ্বাস, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণ মানুষকে ব্রহ্মলোকের যাত্রী করিতে পারে, সেই সকল সদ্গুণ বিলুপ্ত হইতেছে।

ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত লোকেরাও বর্ত্তমানের এই ভয়াবহ আবর্ত্তের পরিধি

যে একেবারেই স্পর্শ করেন না, তাহা বলা যায় না। এরূপ কতশত ব্যক্তির ধর্মধন যে ফলস্পৃহার উদ্দীপ্ত অগ্নিতে আহুতি পড়িয়াছে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? এই অগ্নিতে বিদ্বানের বিদ্যা, ধনবানের ধন সকলই ভস্মীভূত হইয়া যায়, কিন্তু ধার্ম্মিকের ধর্ম্মও যে অধিকাংশস্থলে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহাই আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয়, কারণ ধর্ম্মই সকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। আর হৃতসর্ব্বস্ব ভারতবাসীর ধর্ম্ম ব্যতীত আছে কি? তাহাও যদি হারাইয়া বসি, তবে আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কে আছে? তাই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্যই আমাদিগের এরূপ অনুরোধ। ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা কাহার না আছে? কিন্তু ধার্ম্মিক হইবার ইচ্ছাটা যত সহজ, ধার্ম্মিক হওয়াটা যেন ততদূর সহজ নহে বলিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট সমগ্র জগৎ অবনতমস্তক—অনেক সময়ে প্রকৃত অপ্রকৃত নির্ব্বাচন করিবারও অবকাশ হয় না। ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য রক্ষা করিলেই প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায়, সভাসমিতি বা বক্তৃতা দ্বারা ধার্ম্মিক নাম পাইবার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে প্রকৃত ধর্ম্মরক্ষা হয় না। এই জন্যই পুণ্যকীর্ত্তি ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখে সত্যই বলাইয়াছেন যে মনুষ্যসহস্রের মধ্যে এক আধজন মাত্র সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন এবং সেই চেষ্টাবান্ মনুষ্যদিগেরও মধ্যে মাত্র এক আধজন ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করেন। আমরাতো দেশবিদেশে কত সন্ন্যাসীকে অগ্নিসেবা করিতে দেখি, কিন্তু তাঁহারা যদি সকলেই নিরাকাংক্ষ নিস্পৃহ সন্ন্যাসী হইতেন, তাহা হইলে কি আর ভারতের এরূপ দুর্দ্দশা, এরূপ ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ দেখিতে পাইতাম? হইতে পারে যে সেই সকল সন্ন্যাসীদিগের অধিকাংশ বিপদের কশাঘাতে অথবা ধর্ম্মের উদ্দীপনায় সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া প্রথমে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়জন সেই পবিত্র আদিমভাব চির-স্থায়ী রাখিতে পারেন? শিষ্যবৃদ্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধার কঠোর তাড়না, এবং তজ্জন্য ধনসংগ্রহে কামনা প্রভৃতি নানাশিখ কামাগ্নিতে সেই আদিম ভাব আহুতিস্বরূপে অর্পিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং তখন কেবল মৃত সন্ন্যাস-ব্রতের কঙ্কাল খানি পড়িয়া থাকে---তাহাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিক হইতে থাকে।

সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় গৃহস্থেরাও যদি ধার্ম্মিক নাম কিনিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত

ধার্ম্মিক হইবার অভিলাষ করেন, তবে তাঁহাদিগকেও নির্দ্বন্দ্ব ও বিগতস্পৃহ হইতে হইবে; নিঃস্বার্থপর ও সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হইতে হইবে। নিজে চর্ব্যচোষ্য প্রভৃতি আরামদায়ক বস্তু সকল পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিবেন, সামান্য উত্ত্যক্ত হইলেই দাসপরিজনের প্রতি রোষকটাক্ষে মর্ম্মভেদীস্বরে তিরস্কার করিবেন, আত্মীয়স্বজনকে দারিদ্র্যনিপীড়িত দেখিয়াও যশোলাভবশবর্ত্তী হইয়া, আপনার নামের জন্য পাগল হইয়া বাহিরের দশজনকে শত শত মুদ্রা দান করিবেন এবং আবাল্যবার্দ্ধক্য পরের নিকট তোষামোদ শ্রবণ ও আত্মকাহিনী বর্ণন করিবেন, এরূপ হইলে গৃহস্থ ব্যক্তির যোগসিদ্ধ হইতে পারে না। দানবশীভূত সেই বাহিরের দশজন মুখে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের নিকট, আত্মীয়স্বজনের নিকট এবং সর্ব্বশেষে অন্তর্যামী ভগবানের নিকট তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। তাঁহাকে সমদৃষ্টি হইয়া ন্যায়বিচার করিতে হইবে। পরিবারেরই হউক অথবা বাহিরেরই হউক, যে কেহ সত্যপথে চলিতে চাহেন এবং অপ্রিয় হইলেও নির্ভীকভাবে তাঁহাকে সত্যকথা শুনাইতে চাহেন, তাঁহারই কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া প্রয়োজন হইলে নিজ সহায়-হস্ত বিস্তার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সেই নির্ভীকতার কারণে বক্তার প্রতি বিরক্ত হইয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করিবার অথবা তাহাতে অসমর্থ হইলে তাঁহার যথাসাধ্য অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে গৃহস্থ যোগীর উপযুক্ত কার্য্য হইবে না। যিনি নিষ্কাম ও নিরপেক্ষ না হইতে পারিলেন, তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যাতাই হউন, সুপণ্ডিত শাস্ত্রবক্তাই হউন, অথবা রাশি রাশি শিষ্যসমন্বিত সম্প্রদায়েরই নেতা হউন, তাঁহাকে আমরা গৃহস্থ যোগী নামে অভিহিত করিতে পারিব না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে বর্ত্তমান কালে ভারতে প্রকৃত পরমহংসের ন্যায় এরূপ গৃহস্থ যোগীও অতীব দুর্লভদর্শন।

ধর্ম্মপদার্থ যেমন উচ্চ, তাহার বিঘ্নসকলও তেমনি গুরুতর ও সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে সহজে উপলব্ধ হয় না। সকল বিঘ্নের মূল ফলাকাঙ্ক্ষা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু বসন্ত যেমন কামদেবের প্রধান সহায় বলিয়া উক্ত আছে, সেইরূপ এই ফলাকাঙ্ক্ষার প্রধান সহায় তোষামোদ। প্রসিদ্ধই আছে যে ত্রিলোকে কেহ দুশ্চর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ স্বয়ং অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার তোষামোদ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া

দিয়া তপোভঙ্গ করিতেন। তোষামোদের নিকট যখন দেবযক্ষ প্রভৃতি সকলেই পরাজিত, তখন দুর্বল মানবের জয়াশা কোথায় ? ধনী, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক প্রভৃতির মধ্যে ধার্ম্মিকেরই পক্ষে তোষামোদ সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। স্বর্গগত কোন গৃহস্থযোগী এই কারণে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন "তোষামোদ করিবে না, তোষামোদ চাহিবে না।" গৃহস্থ যোগীর, বিশেষতঃ ধনবান্ মর্য্যাদাবান্ গৃহস্থ যোগীর পক্ষে এই তোষামোদই বিশেষ সাবধানের বিষয়। সন্ন্যাসীদিগের শিষ্যগণ বিভূতিযোগ ও তদানুষঙ্গিক ঐশ্বর্য্যলাভ অথবা কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় মধুময় স্তুতিবাদের দ্বারা তাঁহাদিগকে অহমিকাস্ফীত করিয়া তুলেন ; তাহার পরিণামে গুরুশিষ্যের যোগভ্রংশ ও দারুণ পতন। সেইরূপ তীর্থবায়সের ন্যায় অর্থলোলুপ ব্যক্তিগণ ধনবান গৃহস্থযোগীর শিষ্য সাজিয়া তাঁহাকে তোষামোদতৈল প্রদান করিতে থাকেন। ধর্ম্মের জন্য যে কেহই তাঁহার নিকটে আসেন না, তাহা নহে ; তবে অধিকাংশ ব্যক্তিই একটা না একটা স্বার্থ লইয়া আসেন। প্রকৃত ধর্ম্মেরই জন্য উপস্থিত হউন অথবা ধর্ম্মের নামে কোন স্বার্থ লইয়াই আসুন, অধিকাংশ ব্যক্তিই ধনবান গৃহস্থের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না এবং তাঁহার প্রত্যেক কথায় সায় দিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তোষামোদ করিতেই অগ্রসর হয়েন। ধনী গৃহস্থ ধার্ম্মিক হইতে চাহিলে তাঁহার সিদ্ধির পথে এই সকল শিষ্যপারিষদ ব্যাঘ্র ও সর্পরূপে দণ্ডায়মান হয়। প্রকৃত সাধকের পক্ষে নির্জনতাই প্রার্থনীয় এবং পারিষদ সমাগম ও তাঁহাদের মধুময় স্তুতিবাক্য সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জনীয়। এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মনু বলিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণ অপমানকে আকাঙ্ক্ষা করিবে।"

ধর্ম্মপারিষদদিগের তোষামোদ এমনি গূঢ়ভাবে কার্য্য করে যে তাঁহাদিগের গুরু প্রথমতঃ অনেক সময়েই বুঝিতে পারেন না যে তিনি তোষামোদে ভুলিতেছেন এবং কিছুপরে বুঝিতে পারিলেও তাহার কর্ণরোচক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। এই কারণেই জগতে এবং বিশেষতঃ আমাদের এই ভারতবর্ষে রাশি রাশি সম্প্রদায় উত্থিত হইতেছে, কিন্তু টিঁকিতে পারিতেছে না। কতকগুলি শিষ্যের গুরু অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেতা জনসাধারণ অপেক্ষা কিয়দ্দূর অধিক অগ্রসর হইয়া আপনাকে অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতে মুখে না হউক, অন্তরে স্বভাবতই ইচ্ছা করেন এবং স্তোতা ধর্ম্মপারিষদগণ মুখে দেখান

যেন তাঁহাকে বাস্তবিকই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে মিথ্যার প্রতিষ্ঠা নাই, অভ্রান্তবাদের ভ্রান্তি অল্পদিনেই অপসারিত হইয়া উক্ত গুরু বা নেতার সত্যবিযুক্ত কঙ্কালনেতৃত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়। এই প্রকারের নেতা কথায় কথায় ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বরেরই আদেশে অনুষ্ঠান করিতেছেন, ন্যায় কার্য্য হইলেও তাহা ঈশ্বরের আদেশ এবং অন্যায় কার্য্য হইলেও তাহা ঈশ্বরের আদেশ। তাঁহার ধর্ম্মপারিষদগণ যদি এই প্রকার আদেশের বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন, অমনি তিনি বিরক্ত হইলেন এবং সপক্ষে বলিলেই সন্তুষ্ট। এই কারণে তাঁহারাও তাঁহার ভাল মন্দ সকল কথায় সায় দিয়া, তাঁহার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্যকে ঈশ্বরের আদেশরূপে প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়া তাহার হৃদয়কে তোষামোদের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। যাঁহারা ঈশ্বরাদেশের এইরূপ আদর্শ সমর্থন করেন তাঁহাদিগকে ধিক এবং এইরূপ আদেশকেও ধিক্। এরূপ আদেশ আদেশের প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত নহে।

আমরা এরূপ আদেশের আদর্শে চলিতে পারিব না বটে কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরেরই আদেশে চলিব। নিষ্কাম ও নিস্পৃহ হৃদয়েই ঈশ্বরাদেশ স্বীয় সত্য সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। সেই মনের নিয়ন্তা ভগবান নিয়তই আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে শুভবুদ্ধির ধারা প্রবাহিত রাখিয়াছেন, ইহারই সূত্রে আমাদিগের প্রত্যেকে তাঁহার সহিত জীবনে মরণে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। এই শুভবুদ্ধির রশ্মি নির্ম্মল সূর্য্যালোকের ন্যায় সরল রেখাপাতে নিপতিত হয়। কোন স্থানে একটা ব-আকার কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক পাতিত করিলে আমরা সূর্য্যালোক একেবারেই প্রবেশ করিতে না দিলে যেমন তাহার মঙ্গল ফল পাওয়া যায় না। সেইরূপ পক্ষপাত প্রভৃতির মধ্যদিয়া শুভবুদ্ধির রশ্মিকে পাতিত করিলে অথবা অশুভ বুদ্ধির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিলে তাহার শুভফল হয় একেবারেই পাওয়া যাইবে না অথবা আমরা আংশিকভাবে বিকৃত আকারে তাহা লাভ করিব। ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদিগের সরল শুভবুদ্ধিকে বিকৃত ভাবে উপস্থিত করে। নিস্পৃহ ভাবে কার্য্য করিলে পক্ষপাত প্রভৃতি দোষ আসিতেই পারে না। আমাদিগের নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগের কুকর্ম্ম করিলে চলিবে না ; সেই শুভবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সত্যকে অবলম্বন করিলে,

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ফলাকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তোষামোদের প্রতি ঘৃণা হইবে, মিথ্যা আচরণ করিবার অবসর ঘটিবে না, হৃদয় ক্রমশই নির্ম্মল ও পবিত্র হইবে এবং ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যাঁহারা কিছুরই প্রত্যাশী নহেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য ও সুখী কে? দুগ্ধফেণনিভ শয্যা ও ভূমিতল, রৌপ্যপাত্র ও অঞ্জলি যাঁহাদের নিকট তুল্যমূল্য তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য কে? তাঁহারাই সত্যের পথে সুদৃঢ় থাকিতে পারেন, তাঁহাদের মানুষকে ভয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

সত্যপালন করিতে কি ভয়—সত্য স্বরূপ যে আমাদের নিকটেই আছেন। তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাদিগকে অভয় দিতেছেন।

"একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥"

সেই অন্তর্যামী ভগবান অন্তরে থাকিয়া অনাহতধ্বনিতে সর্ব্বদাই বলিতেছেন "হে ভদ্র, ভয় নাই—মনে করিও না যে তুমি একাকী আছ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে সাক্ষীস্বরূপে, রক্ষাকবচস্বরূপে অবস্থিত আছি।" এই কথাটি কেবল শুনিবার কথা নহে, বলিবার কথা নহে, ইহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার কথা—নিভৃত প্রদেশে শুভমুহূর্ত্তে শান্ত সমাহিতভাবে ধ্যানে বসিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। ঈশ্বরকে সর্ব্বদাই প্রীতি করিয়া তাঁহারই আদেশে চলিতে থাকিব। আর যদি ভয়ও করিতেই হয়, তবে তাঁহাকেই ভয় কর, যাঁহাকে ভয় করিলে "না থাকে অন্যের ভয়।" মানুষকে ভয় করিবে কেন? মানুষ অতি ক্ষুদ্র কীট। যে জগতের অন্তর্গত নক্ষত্রের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যেখানে নিত্য নূতন নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইতেছে, যে জগতের একটী কণা এই পৃথিবীরই সকল বিষয় এখনও আয়ত্ত হইতে পারে নাই, সেই জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট মানুষ—যে মানুষ আপনার সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত শরীরকেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না, সেই মানুষকে ভয় করিতে হইবে? সম্মুখে এই যে অনাদ্যনন্ত মহাকাল পড়িয়া আছে, সম্মুখে এই যে অনাদ্যনন্ত মহা আকাশ পড়িয়া আছে, ইহার সম্মুখে ক্ষুদ্র-দেহধারী নিতান্তপক্ষে শতবর্ষপরমায়ুবিশিষ্ট মানুষকে ভয় করিতে হইবে? আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে একএকটী আত্মা রহিয়াছে বলিয়াই ক্ষুদ্রদেহধারী

হইলেও আমাদের গুরুত্ব আছে, ক্ষুদ্রকীট হইলেও আমরা বিশ্ববিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে উদ্যত, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই সেই এক একটী আত্মা বলিয়াই, প্রত্যেকেই সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবের সন্তান বলিয়াই মানুষের নিকট আমাদিগের ভয় পাওয়া কর্ত্তব্য নহে। মানুষকে ভয় করিবই বা কেন? ভয়শীল মানবের মৃত্যুর অধিক ভয়ের কারণ কি আর কিছু আছে? কিন্তু একটী কথা হৃদয়ে মুদ্রিত করিলেই সে ভয় আর থাকিবে না—তাহা এই যে মৃত্যুতেও আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারিব না। জীবনেও যেমন তাঁহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ প্রেমবন্ধন দেখিতে পাই, মরণেও সেই প্রকারই বিশেষ প্রেমবন্ধন বর্ত্তমান থাকে। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা থাকি না, অথবা তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকেন না।

আজ এই যে সভার অধিবেশনে বন্ধুগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিবার অবসর পাইয়াছি, এই সভার নামটী আমার বড়ই প্রিয়। আত্মোন্নতিতেই, প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মার উন্নতিতেই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। আমরা যখন সেই হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ের পূজা দিতে পারিব; যখন সেই সত্যস্বরূপের নিকট মিথ্যারাশি বলিদান করিয়া নির্ভীকভাবে দাঁড়াইতে পারিব; শত বাধা বিঘ্নের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে নির্ভর করিয়া যখন কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইব না, তখনই দেখিতে পাইব যে, সত্যপালনে দৃঢ়ব্রত ভীষ্মদেবের মুখে যে অমানুষিক স্বর্গীয় প্রভা ক্রীড়া করিয়াছিল, কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে যে অপার্থিব বল উদ্ভূত হইয়াছিল, আমাদেরও হৃদয়ে সেই অপার্থিব বল আসে কি না, আমাদেরও মুখে সেই দেবপ্রতিভা নামে কি না। এই সভার সভ্যগণ যদি নিষ্কাম ভাবে সত্যপালনে এইরূপ দৃঢ়ব্রত হয়েন, কর্ত্তব্যপালনে যদি এইরূপ নির্ভীকহৃদয় হয়েন, তবেই তাঁহাদিগের প্রকৃত আত্মোন্নতি সাধিত হইবে, এই আত্মোন্নতি সভার নাম সার্থক হইবে এবং ইহার কার্য্যস্রোত এই গ্রামের, এই দেশের মলিনতা দূর করিতে সমর্থ হইবে। পরিশেষে গীতার এই উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিয়া উপসংহার করি—

"ময়ি সর্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ"॥

অর্থাৎ ভগবানের উপর সমস্ত কর্ম্মফল সন্ন্যস্ত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হও, মায়াবশীভূত হইওনা এবং শোকতাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হও।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কথালাপ।

ভীমরতি।

ভীমরতি কথাটা মনে হয় "ভ্রম" শব্দের অপভ্রংশ। বস্তুতঃ বুড়া মানুষের খুব ভ্রম হলেই লোকে তাহাকে ভীমরতি বলে। কিন্তু ভীমরতির আরেক অর্থও মন্দ করা যায় না। ভীম অর্থে ভয়ানক আর রতি অর্থে আসক্তি। সংসারে ভয়ানক আসক্তিরই নাম ভীমরতি। বৃদ্ধ লোকদের ভীমরতি হওয়া স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি সংসারে এত দিন কাটাইল সংসার যতই কেন তাহার প্রতি বিমুখ হউক না সে সংসার ছাড়িতে তাহার মায়া করে। তাই বুড়া বয়সে ভামরতি ধরে অর্থাৎ সংসারে মায়া বা রতি ভীমরূপে বাড়িয়া উঠে, দীপ যেমন নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে সহসা ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হয়। এই ভামরতি রোগের ঔষধ স্বরূপ ঋষিরা বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কালিদাস বলিয়াছেন "বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাংযোগেনান্তে তনুত্যজাং।"

গোমুখ্খু।

এক কালে গরু নাম এদেশে সম্মানের ছিল এক্ষণে অপমানবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংস্কৃতে "নরপুঙ্গব" সম্মানার্থে ব্যবহৃত হইত। নরশ্রেষ্ঠকে "নরপুঙ্গব" বলিত। পুঙ্গব অর্থে মদ্দা গরু বা ষাঁড়। তবে কেন এমন হইল যে হিন্দুর পূজার পাত্র ভগবতী গাভীর বা বৃষের নামে "গোমুখ্খু" "আস্ত গরু" ইত্যাদি অশ্রদ্ধাবাচক কথাগুলি আসিল? গরু, গাধা ত দূরের কথা নিরামিষাশী যে হস্তী বুদ্ধির জন্য লোকপ্রসিদ্ধ তাহার নামেও আমরা 'হস্তীমুর্খ' প্রভৃতি বলিতে ছাড়ি না। প্রকৃত কথা এই যে মানুষ যাহাকে ভাল মানুষ পাইয়াছে,

যে জন্তুকে পোষ মানিতে পারিয়াছে তাহাকেই হেয়জ্ঞান করিয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি আমিষাশী প্রাণীগণকে মানুষ ভয় করে বলিয়া, ইহারা এখনও বড় একটা মানুষের করায়ত্তে আসে নাই বলিয়া, মানুষের নিকট সম্মানের পাত্র হইয়া আছে। ঈসপ ও হিতোপদেশের গল্প প্রভৃতি তাহার উপর আরো ঘি ঢালিয়াছে। এই সকল গল্পে গরু, গর্দ্দভ প্রভৃতি নিরামিষাশী প্রাণীর অপেক্ষা অমিষাশী ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতিকে সুচতুর ও ক্ষমতাশালী রূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বালককালে এই সকল পাঠ করিয়া লোকের মনে বদ্ধমুল হইয়া যায়।

চাঁদের আইসক্রীম।

একদিন আইসক্রীম খেতে খেতে মনে হ'ল যে পুরাকালে দেবতারা এই জিনিষই খেয়েছিলেন। চাঁদটা বোধ হয় বরফে জমান ক্ষীরের আইসক্রীম। শাস্ত্রেও বলে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করে তবে হিমাংশু হ'য়েছে। আইসক্রীমও জমাবার কালে অনেকক্ষণ ধ'রে মন্থন কর্ত্তে হয়, তাহা না হলে আইসক্রীম ভাল জমে না। এখনও দেখা যায় চাঁদের চারিদিকে বরফকুচি রয়েছে। তারা নক্ষত্রগুলি রাত্রে ঠিক বরফকুচির মত দেখায়। দেবতারা চাম্‌চে করে একটু একটু আইসক্রীম খাইতে থাকেন তাই চাঁদ কলায় কলায় ক্ষয় পায়। কারণ ঠাণ্ডা জিনিস একেবারে খাওয়া যায় না। অমাবস্যার যেই সবটা খাওয়া শেষ হইয়া যায় তখন আবার দেবতাদের জন্য আইসক্রীম জমান আরম্ভ হয়। দেবতাদের খাওয়া দেখে রাহুও এক একবার লোভ পরবশ হয়ে গোপনে হিমাংশু গ্রাস করিতে যায়। কিন্তু জিনিশটা বড়ই ঠাণ্ডা। দাঁত কনকনিয়ে যাওয়ায় রাহু তাড়াতাড়ি মুখ থেকে বাহির করিয়া ফেলে, গিলিতে পারে না।

বৃটিশ সিংহ ও বাঙ্গালী ব্যাঘ্র।

সুন্দর বনের বাঘের দেশে বাঙ্গালীর বাস। বাঙ্গালীর স্বভাবও কতকটা বাঘের মত। বাঙ্গালী নরব্যাঘ্রের জাত। ইংরাজেরা নরসিংহের জাত। নরসিংহে ও নরব্যাঘ্রে অনেক প্রভেদ। ঋষিরা বাঘের সঙ্গে ঋষিমুনির তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু মুনি বা ঋষির সঙ্গে সিংহের উপমা কোথাও পাওয়া যায় না। মুনিশার্দ্দূল মুনিব্যাঘ্র প্রভৃতি সংস্কৃতে পাওয়া যায় কিন্তু মুনিসিংহ এ কথা বড় একটা কোথাও পাই নাই। মুনি ঋষিরা বনে বনে একাকী বিচরণ করেন। ইঁহাদের

সঙ্গে ব্যাঘ্রের ভাবগতির কতকটা সাদৃশ্য আছে। হিংস্রক স্বভাব ব্যাঘ্রের যেমন থাবা হিংস্র স্বভাব মুনিদেরও সেইরূপ অভিশাপ। হিংস্র স্বভাবের দৃষ্টান্তর স্বরূপ দুইটী মুনি ব্যাঘ্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটী দুর্ব্বাসা ও আর একটী চাণক্যমুনি। পশুরাজ সিংহে কিন্তু এ মুনিভাব নাই। সিংহে রাজভাব পরিলক্ষিত হয়। বৃটিশ সিংহ রাজভাবে পূর্ণ। বাঙ্গালী বুদ্ধিতে বিদ্যাতে বৃটিশ সিংহের সমকক্ষ হইলেও রাজভাবে সিংহের নিম্নে। সিংহেরা দল বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে ঐক্য নাই। মুনি স্বভাব বাঙ্গালী একা একা কায করে কিন্তু পাঁচজনে মিলিয়া কায করিতে পারে না। যে কোন কার্য্যে বাঙ্গালী পাঁচজনে মিলে করিতে গেছে তাহাতেই কৃতকার্য্য হয় নাই দেখা গিয়াছে। ইহাতে অনেক সময়ে স্বার্থপরতা অথবা হিংস্রক স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর হিংস্রক স্বভাবের পরিচয় আমরা আর কোথায় পাই না ঘরোয়া ঝগড়ায়, কখন কখন বা গালি পূর্ণ লেখালেখিতে। ধ্যানে, তত্বচিন্তায় বা মুনিবৃত্তিতে বাঙ্গালী পটু হইতে পারেন কিন্তু রাজভাব বাঙ্গালীর একেবারে নাই। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালী যদি নরব্যাঘ্রের জাত হয় ত ইংরাজেরা নরসিংহের জাত।

সৌন্দর্য্য ও হিংস্রস্বভাব।

হিংস্রভাবের সঙ্গে সৌন্দর্য্য অনেকটা যেন জড়িত আছে দেখা যায়। দেখ সাপ সর্ব্বের চেয়ে হিংস্রক তাই দেখিতে বড় সুন্দর। সর্পের হিংস্র স্বভাব ও সৌন্দর্য্য সর্ব্বদেশ প্রসিদ্ধ। সাপের নীচেই ব্যাঘ্র হিংস্রক। ব্যাঘ্রও দেখিতে বড় সুন্দর। সাপের গা যেমন নানা বর্ণে চিত্রিত বাঘের গায়েও তেমনি নানা রংএর তরঙ্গ খেলিয়া গেছে। সুন্দর দেখিতে বলিয়া ব্যাঘ্র চর্ম্মের জন্য ইংরাজ জাতি পাগল। এক একটা ব্যাঘ্র চর্ম্ম ১০০, ২০০ টাকায়ও বিক্রী হইতে দেখা গিয়াছে। আমাদের শিবও ব্যাঘ্রচর্ম্মের ভক্ত ছিলেন। বিষাক্ত গাছেরাও অনেক সময়ে দেখিয়াছি দেখিতে সুন্দর ও বিচিত্র বর্ণে পরিশোভিত হয়। বোলতা প্রভৃতি হিংস্রক স্বভাবের কীট পতঙ্গেরাও সুন্দর স্বর্ণকান্তি হইতে দেখা যায়। স্বর্ণকান্তি পীপিলিকাটি পর্য্যন্ত কৃষ্ণকায় পীপিলিকার অপেক্ষা অধিক হিংস্রক।

আকাশ প্রদীপ।

'অঞ্জলি' মাসিক পত্রে "নানা কথায়" হিন্দুপ্রথা আকাশ প্রদীপ দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া লেখক যাহা বলিয়াছেন আকাশ প্রদীপের তাহা প্রকৃত কারণ বা উদ্দেশ্য নহে। যেমন কাক উড়িয়া গেল লোকে ভাবিল কাকের জন্যই তাল পড়িল এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। আকাশ প্রদীপ জ্বালিবার ফলে কীট প্রভৃতি দূর হয় এবং পথিকের পথ বিঘ্নও দূর হইতে পারে কিন্তু তাহা কাক তালীয়বৎ, বস্তুতঃ ঐ কারণে আকাশ প্রদীপ জ্বালিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। ইহার কারণ স্বতন্ত্র। কার্ত্তিক মাসে হিন্দুরা কেন আকাশ প্রদীপ দিয়া থাকেন তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি "দক্ষিণায়ন ও পিতৃপক্ষ" প্রবন্ধে একটু ফুটনোটে বলিয়া দিয়াছিলাম। লেখকের দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রিণ্টার মহাশয় সেটুকু বাদ দিয়া ছাপাইয়া গিয়াছেন। আমার মতে পিতৃপক্ষ সূচনা করিয়া দিবার জন্য আকাশ প্রদীপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। যেমন অন্ধকার হইলে গৃহে প্রদীপ জ্বালা হয় সেইরূপ বৎসরের দক্ষিণায়ণে অর্থাৎ অন্ধকার পক্ষে প্রদীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা। আকাশ প্রদীপ কেন না "পিতৃণাং স্থানমাকাশং" পিতৃদিগের স্থান আকাশ। এই পিতৃপক্ষের কারণেই কার্ত্তিকের ঘোর অমানিশা দীপান্বিতা অমাবস্যা। ইহারই কারণে পৌষ সংক্রান্তিতেও হিন্দুরা দীপদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পিতৃপক্ষ ও পিতৃগণের সহিত দীপদানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং পুণ্য পত্রে তাহা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অর্দ্ধরাত্রে ভেঙ্গে গেল ঘুম।

(স্বপনে কোন মৃত বন্ধুর আবির্ভাব)

১

অর্দ্ধরাত্রে ভেঙ্গে গেল ঘুম
উছলি উঠিল দুখ
কি জানি কি বিষাদের ভার
চাপিয়া ধরিল বুক।

২

হায় কার পরিচিত মুখ
　　স্বপনে উঠিল জলি
হায় কার পরিচিত স্বর
　　ডাকিল 'হে সখে' বলি।

৩

অকস্মাৎ ভাঙিল স্বপন
　　শুনে ও কুহক ডাক
শয্যাপার্শ্বে বলিলাম উঠি
　　ভয়ে মেলিলাম আঁখ।

৪

দেখি—শূন্য শূন্য চারিধার
　　আমি রয়েছি একেলা
আঁধারেরা চারিপাশে মোর
　　খেলিছে ভৈরব খেলা।

৫

স্বপনেও একি বিড়ম্বনা ?
　　আত্মায় আত্মায় দেখা
হ'ল যদি মুহূর্ত্তের তরে
　　বাধা আসি মেলে পাখা।

শ্রীনঃ

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য—শ্রাবণ। 'হেমাদ্রি' একটী গবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। ভরত শিরোমণি মহাশয়ের জীবিতকালে তদীয় পৌত্রের নিকট হইতে আমরা 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি' একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইহা একখানি অতি আবশ্যকীয় সংগ্রহ গ্রন্থ। লেখক এই প্রবন্ধে সংগ্রহকার হেমাদ্রির জীবনী কতকাংশে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি আশা দিয়াছেন ভবিষ্যতে বোপদেবের বিবরণ প্রকাশ করিবেন। আমরা তজ্জন্য আগ্রহান্বিত রহিলাম। 'কুশীনগর' একটী প্রত্নতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ। লেখক প্রবন্ধটীকে চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিয়াছেন। 'সাহিত্যপঞ্জী'র উপরের শ্লোকটী দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে পাঠকদিগের মনোরঞ্জনের জন্য একটু সরস করিয়া সাহিত্যের একটী যথাযথ পঞ্জিকা বাহির হইতেছে। পড়িয়া কিন্তু কিছুরই ঠিকঠিকানা পাইলাম না। রচনার মধ্যে সংযতভাব না থাকিলে তাহার তেজ প্রকাশ পায়না।

এই প্রবন্ধটীতে সকলি যেন ছায়া ছায়া ও কুয়াশার মত ভাসা ভাসা। আমরা ইহার কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পাইলাম না। ‘সাহিত্যপঞ্জী’ বড়ই কঠিন বিষয়। ইহাতে যেমন ঐতিহাসিকের অতীত দৃষ্টি থাকা চাই সেইরূপ ঋষিদিগের উপযোগী ভবিষ্যদ্দৃষ্টিথাকা চাই,—ভবিষ্যৎ গণনাশক্তি থাকা চাই। কোন্ গ্রহ, কোন্ নক্ষত্রের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্য কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বঙ্গসাহিত্যের পরিণাম দাঁড়াইবে কিরূপ এ সকল নির্ণয় করা বড় যে সে আচার্য্যের কার্য্য নহে।

নব্যভারত—ভাদ্র। পাণ্ডাচার্য্য প্রবন্ধটী বড়ই সারবান। পাণ্ডাচার্য্যের ন্যায় বিদেশী বাঙ্গালীর দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে। লেখক বলেন পাণ্ডাচার্য্যের নাম হইতে পণ্ডিচরী নগরের নাম হইয়াছে। পাণ্ডাচার্য্য একজন বাঙ্গালী। ‘বিলাসে বিনাশ’ প্রবন্ধ লেখকের কথায় আমরাও সায় দিতেছি যে বিলাসে প্রকৃতই বিনাশ হয়। জগতের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে ভারতে মুসলমানেরা যখন বিলাসী হইয়া উঠিল তখনই তাহাদের পতন হইল। বিলাসীর প্রকৃতভাব অলস ভাবে সুখভোগ করিবার অভিলাষ। তাই তাহার ভোগ লালসা কিছুতেই পরিতৃপ্তি লাভ করে না। বিলাসীজন যাহা ভোগ করে তাহা তাহার অলস শরীরে ভাল পরিপাক লাভ করে না। এই কারণে অপরিপাকজনিত দুষ্ট ক্ষুধার ন্যায় কেবলই সুখভোগের স্পৃহা জন্মায়। সংসারে সুখভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেও পরিশ্রমী হইতে হইবে। আমাদিগের মতে পৃথিবী হইতে বিলাস বিকার বিলুপ্ত হওয়া আবশ্যক। আলস্য হইতেই বিলাস বিকার উৎপন্ন হয়। নচেৎ প্রকৃত বিলাসে হর্ষ, সুখ, স্বাস্থ্য ও আনন্দ উল্লাসের সঞ্চার হয়। “পঞ্চদশ বর্ষগত” নামক কবিতাটীতে কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল কালের পরিবর্ত্তনের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বলি, যে এক বৎসরে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছি তাহাতে পঞ্চদশ বর্ষের ত কথাই নাই। দ্বাদশ বৎসরে একটী খণ্ডযুগ শেষ হয়। পঞ্চদশ বৎসরে আর পরিবর্ত্তন হইবে না। আমরা তাঁহাকে বলি—

মিছে এখন আক্ষেপ করা
ভেবে পঞ্চদশ বর্ষগত,
পরিবর্ত্তনময় এ ধরা
হইতেছে পরিবর্ত্তন কত।

কার্য্যাধ্যক্ষের বিনীত নিবেদন।

যাঁহারা তৃতীয় সংখ্যা পাইয়াও "পুণ্যের" দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য প্রে
করেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত ক
বেন। মূল্য যাঁহারা না পাঠাইবেন চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা তাঁহাদিগে
নিকট ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য লইব।



কর্ম্মবীর গ্লাডষ্টোন।

আমরা উৎকৃষ্ট কাগ
ছাপা ভাল ভাল পুস্ত
গ্রাহকগণকে উপহা
দিতেছি। এই পুস্ত
গুলি সম্বন্ধে বি
ব্যক্তিগণের ও সংবাদ
সমূহের মতামত পুণ্যে
বিজ্ঞাপনের পৃ
দেখুন। গ্রাহকগণ উ
হার পাঠাইবার ডাঃ ম
ব্যয়ের জন্য আর।
আনা বেশী পাঠাইবে

সর্ব্বশুদ্ধ ৩৵৹ আ
পাঠাইলে আমরা পাঁ
খানি উপহার সমে
এক বৎসরের "পুণ্য
দিব।

বিনীত—

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম বর্ষের "পুণ্য" সোণার জলের অক্ষরে উৎকৃষ্ট রঙ্গিন কাপড়ে বাঁধা
(প্রাইজ বহি হইবার উপযোগী) মূল্য ৩৵৹ আনা মাত্র।

পুণ্য।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

শাস্ত্রাদিতে অভক্তিরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাবের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বিষয় এত বিস্তারিত করিয়া বলা সহসা অনেকের অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া ধারণা হইতে পারে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না। বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী অশ্রদ্ধেয় ভাবের বিস্তৃতির বিষয় না জানিলে, এই ভাব যে বর্ত্তমানের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পরিচালক হইয়া ইহাদিগকে কিরূপে প্রকৃত আর্য্যোচিত পথে চালাইতে পারিতেছে না, তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলি—পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারপ্রবর মনোমোহন ঘোষ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুকাল যাবৎ বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। কার্য্যত তাঁহারই উপদেশ অধিকাংশ স্থলেই আদেশে পরিণত হইত। বেথুন স্কুলই হইল আমাদের দেশের অন্যতর প্রধান স্ত্রীবিদ্যালয়। এখানে যেরূপ শিক্ষাপ্রদান হইয়া থাকে, অধিকাংশ স্ত্রীবিদ্যালয়ই তাহার পদানুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কার্য্যত এই আদর্শ স্ত্রীবিদ্যালয়ের ভার পড়িয়াছিল একটী বিজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির হস্তে। মনোমোহন প্রথমত ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজেরও স্বাধীনতা তাঁহার ঈপ্সিত স্বাধীনতার সহিত সমোচ্চভাবে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হওয়াতে তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। একে বেথুন স্কুলের পরিদর্শিকা বরাবরই ইংরাজ রমণী হইয়া আসিতেছিলেন, তাহার উপর মনোমোহনের হস্তে তাহার ভার পড়াতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তথায় শাস্ত্রানুকূল, স্বদেশীয় ভাব ও অবস্থার অনুকূল শিক্ষাপ্রবর্ত্তনার কোন প্রকার কথাই

আসিতে পারে নাই এবং সুতরাং অন্যান্য স্ত্রীবিদ্যালয়ও তাহারই আদর্শে পাশ্চাত্যশিক্ষারই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মনোমোহন অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগের পরীক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইংরাজ রমণীর পরিবর্ত্তে স্বদেশীয় (খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও) রমণীকে পরিদর্শিকার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং যে সকল বিষয়কে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপনাদের গুরূপদেশানুসারে উন্নতি বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবেন না, কিন্তু আমরা যে গুলিকে বিনা মস্তককণ্ডূয়নে উন্নতি বলিতে পারি না, সেই প্রকারের নানা উন্নতি সাধিত করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীকন্যার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া, তাহাদের অবস্থার দিকে চাহিয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদিগের স্ত্রীকন্যার হৃদয়ের অনুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে যে দেশের মঙ্গল নাই তাহাই প্রদর্শন করা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সুতরাং শাস্ত্রাদিতে অভক্তিরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাবের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি বর্ণনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়।

যাই হৌক, বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়েরই লোকেরা বর্ত্তমান-প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষাদির প্রতি সমধিক প্রবণতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আর বাস্তবিক এই স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কোন লোকেই সহজে সম্মত হয়েন না। পাশ্চাত্য শিক্ষিতদিগের ইহা বিচারে আসে না যে এরূপ স্ত্রীশিক্ষাতে কুফল ফলিবে কি সুফল ফলিবে—নাম হইলেই হইল যে স্ত্রীশিক্ষার অথবা female educationএর আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং সেই আগুন ছড়াইবার পক্ষে তাঁহারাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে বিএ, এম এ উপাধি লাভ করিতে দেখিলেই তাঁহারা সুখী হয়েন। শাস্ত্রাদিতে যে রমণীর হৃদয়ের অনুকূল অনেক শিক্ষাব্যবস্থা আছে, তাহা তাঁহারা চক্ষু তুলিয়া দেখিতেও চাহেন না। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধেও তাঁহারা নিতান্তই অন্ধভাবে ব্যবহার করেন। শাস্ত্রে কিরূপ অবরোধ প্রথা অনুমোদিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনায় আনয়ন করা বোধ হয় তাঁহারা আবশ্যকই মনে করেন না। তাঁহারা যে অতিমাত্র